হার চয়েস এর গল্প-গাঁথা

Stories of Her Choice

Dalit

ICDI

HER CHOICE

হার চয়েস এর গল্প-গাঁথা
Stories of Her Choice

পরিকল্পনা, উপকরণ উন্নয়ন, প্রচ্ছদ ও সম্পাদনায় ঃ
Planning, Materials Development, Cover Design & Editing:

হার চয়েস প্রকল্প, কেশবপুর, যশোর
Her Choice Project, Keshabpur, Jashore

প্রকাশক ঃ
Published by:

দলিত, ৩৭/১, কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩, বাংলাদেশ
Dalit, 37/1, Kedarnath Road, Moheshwarpasha, KUET, Daulatpur, Khulna-9203, Bangladesh

আর্থিক সহযোগিতায় ঃ
Financed by:
International Child Development Initiative, Netherlands

প্রকাশকাল ঃ
Publication:
জুন, ২০১৮
June, 2018

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
Copyright:
দলিত
Dalit

হার চয়েস | Her Choice

নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরী এবং নারীর ক্ষমতায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষে দলিত সংস্থা হার চয়েস প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। হার চয়েস প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল: বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে কন্যা শিশুদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা।

হার চয়েস প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ভিশন ঃ একটি বিশ্ব; যেখানে কিশোরী মেয়ে এবং নারীরা, ছেলে এবং পুরুষদের সাথে সমান সুযোগ ভোগ করবে এবং তাদের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক পরিবেশ তৈরীতে সক্ষমতা অর্জন করবে।

মিশন ঃ মেয়েরা তাদের বিবাহের ব্যাপারে, বিশেষ করে কে, কখন, কার সাথে বিয়ে করবে তা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

কর্মএলাকা	: কেশবপুর উপজেলা, যশোর জেলা
ইউনিয়ন সংখ্যা	: ৯টি
গ্রাম সংখ্যা	: ১৯টি
উপকারভোগীর সংখ্যা	: ৪,০১৫ জন
প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা	: মার্চ ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২০

NGO Dalit has been implementing Her Choice project to create a women friendly environment and accelerating women's empowerment. Main objective of Her Choice project is: reducing the rate of child marriage by empowering girl child in deciding about their marriage.

Vision

A world; where girls and women enjoy equal status with boys and men to achieve their full potential in all aspects of their lives.

Mission

Girls are free to decide if, whom and when to marry.

Project related info

Working arena	: Keshabpur Upazila of Jashore District
No. of Union	: 9
No. of Village	: 19
No. of beneficiaries	: 4,015
Project duration	: March 2016 - December 2020

শান্তির নীড় (হাউজ অব পিস্)

হার চয়েস প্রকল্পের একটি বিশেষ কর্মসূচী হল হাউজ অব পিস্ বা শান্তির নীড়। প্রকল্প এলাকা কেশবপুর উপজেলার মজিদপুর গ্রামে এই কর্মসূচীটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচীটি মূলতঃ তাদের জন্য যারা ইতিমধ্যেই বাল্য বিবাহের শিকার হয়ে অনিশ্চয়তায় ভরা জীবন যাপন করছে। এর মাধ্যমে বাল্য বিবাহের শিকার কিশোরীদের মানসিক যন্ত্রনা প্রশমনের পাশাপাশি উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা হচ্ছে। বর্তমানে হাউজ অব পিস্ ২৫ জন বালিকা বধূ'র উজ্জ্বল ভবিষ্যত গঠনের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

কর্মসূচীর লক্ষ্য

বাল্য বিবাহ ও দারিদ্রতার প্রজন্মভিত্তিক চক্রকে মোকাবেলা করার জন্য বহুপ্রজন্মভিত্তিক সম্মিলিত উদ্যোগে একটি হাব তৈরী করা যার মাধ্যমে বিবাহিত এবং অবিবাহিত যুবনারী ও পুরুষদের পাশাপাশি অন্যান্য প্রজন্মকেও (সন্তান, দাদা-দাদী, শ্বশুর) বহুমুখী সেবা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনী ও মনস্তাত্বিক পরামর্শ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও পরিচর্যা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ) প্রদান করা।

কর্মসূচীর উদ্দেশ্যসমূহ

* প্রাক-শৈশব সচেতনতা তৈরী করা
* শিশু বিবাহ আইন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করা
* শিশু স্বাস্থ্য এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করা
* মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করা
* দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা
* সেল্ফ হেল্প গ্রুপ এর মাধ্যমে আর্থিক কর্মসূচী পরিচালনা করা

কর্মসূচীর প্রধান কার্যক্রমসমূহ

* সেল্প হেল্প গ্রুপ গঠন করা এবং আর্থিক কর্মসূচী পরিচালনা করা
* একটি শিশুর প্রথম ১,০০০ দিন সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা পরিচালনা করা
* বাল্য বিবাহ ও পারিবারিক আইন সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা পরিচালনা করা
* যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা পরিচালনা করা
* মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা পরিচালনা করা
* কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা
* সদস্যদের শিশুদের জন্য শিশু খেলা-ধুলা কার্যক্রম পরিচালনা করা
* উপকারভোগীদের মাঝে সংঘটিত বাল্য বিবাহের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কিত ডকুমেন্টেশন তৈরী করা

House of Peace

House of Peace is a pilot program of Her Choice project. The program is implementing in Majidpur village (of Keshabpur Upazila), one of the villages of the project area. House of peace was designed for them who are already victims of child marriage and leading a very measurable life. It recovers the victims of child marriage from trauma and makes them self reliant by providing need based training. At present, House of peace is helping 25 child brides to look forward to a brighter future.

Goal of the program

To pilot a multigenerational approach to combating the intergenerational cycle of child marriage and poverty, through the creation of a Hub where multi-sectoral services (education, health, legal and psychosocial counseling, ECEC (Early Childhood Education and Care), vocational training) are offered to married and unmarried young women and men, with the involvement of all generations (children, grandparents and in-laws).

Objectives of the program

* To create awareness on pre-childhood
* To build awareness on Child Marriage Act
* To enhance awareness on child health & SRH
* To create awareness on mental health
* To develop employment opportunities by skill development
* Formation of self-help group & operation of financial program

Major activities of the program

* Formation of a Self-Help group & operation of financial activities
* Awareness session on first 1,000 days of a child
* Awareness meeting on Acts of Child Marriage & Family matter
* Awareness session on SRH
* Awareness session on mental health
* Training on employment opportunities
* Operate children's play zone for the participant's children
* Documentation on negative effects of Child Marriage of the beneficiary

প্রকল্পের প্রধান কর্মকৌশল সমূহ ঃ

১. মেয়েদের উপর বিনিয়োগ, তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সামাজিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ। বাল্য বিবাহের নেতিবাচক প্রভাব ও তার বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিশেষত বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়েদের জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন।

২. মেয়ে শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ উন্নতিকরণ, সাধারণভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এবং বিশেষ ভাবে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মেয়ে বান্ধব স্কুলের পরিবেশ তৈরী এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করা যাতে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়।

৩. যুববান্ধব স্বাস্থ্য সেবাতে মেয়েদের প্রবেশাধিকারে উন্নতিকরণ। মেয়েদের সক্রিয়ভাবে স্বাস্থ্য কর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ করে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা উন্নতিকরণ যাতে করে তারা প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে এবং এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করে।

৪. মেয়েদের ও তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার উন্নতি। প্রশিক্ষণ এবং অর্থনৈতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার বাড়ানোর মাধ্যমে নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠির পরিবেশ গঠন যেখানে মেয়েদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার অধিকার থাকবে।

৫. জেন্ডার সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে সমাজের ক্ষতিকারক রীতিনীতি পরিবর্তনের জন্য জনগণকে সংগঠিত করা। মেয়েদের অধিকার ও জেন্ডার সমতা প্রচারের জন্য কমিউনিটিকে সহায়তা করা যাতে করে মেয়েদের নিজস্ব মত প্রকাশের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৬. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে একটি সক্রিয় আইনি পরিবেশ তৈরী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করা যাতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নীতি জোরদার করতে পারেন।

MAIN STRATEGIES:

1. Invest in girls, their knowledge, skills and participation in society. Enhancing their comprehension of the negative effects of child marriage and of alternative options, contributing to girls having increased control in decision-making, especially if, when and whom to marry.

2. Improve access to formal education for girls. Supporting girl-friendly schools and building knowledge through schooling in general, and on SRHR in particular, contributing to girls having increased control in decision-making.

3. Improve access to youth-friendly SRH-services for girls. Improving health services and by actively referring girls to health workers, contributing to girls being better informed and having increased control in SRHR-related decision-making.

4. Improve the economic security of girls and their families. Creating and/or supporting women self-help groups with training and access to (financial) resources, contributing to girls' increased control in decision-making, and to greater decision-making space of girls within communities.

5. Mobilize communities to transform social norms that are detrimental to achieving gender equity. Supporting communities to promote girls' rights and gender equity; contributing to greater decision-making space of girls within communities.

6. Create an enabling legal and policy environment on preventing child marriage. Supporting traditional leaders and (local) authorities to enforce policies on preventing child marriage, contributing to greater decision-making space of girls through enforced legislation.

উন্নত জীবিকার পথে নাজমা বেগমের পরিবার

৩৩ বছর বয়সী গৃহিণী নাজমা বেগম যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ব্রহ্মকাঠি গ্রামে সপরিবারে বসবাস করেন। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা চার জন। তার স্বামী হাফিজুর রহমান (বয়স ৪০ বছর) পেশায় একজন অটো–ভ্যান (স্থানীয় ভাষায় আলম সাধু) চালক এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। তাদের দুটি মেয়ে সন্তান রয়েছে- ফারহানা খাতুন (বয়স ১৪ বছর) ও ফারজানা খাতুন (বয়স ১৪ বছর) এবং তারা যথাক্রমে বাড়ি নিকটস্থ বিদ্যালয়ে ১০ম ও ৮ম শ্রেণিতে পড়ছে। একজন গৃহিণী হওয়ার সুবাধে আর দশজনের মতো তিনি অবসর সময় গল্পগুজব করে কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি অনুভব করতেন যে, তার স্বামীর স্বল্প রোজগারে সংসার ও তাদের দুই সন্তানের খরচ মেটানো খুব কষ্টসাধ্য। তার স্বামীর রোজগার যেহেতু নির্দিষ্ট নয় তাই অনেক দিন স্বল্প রোজগারে সব কিছুর সংকুলান সম্ভব হতো না। তখন সে ভাবতো কিছু একটা করা দরকার। সে পরিবারের রোজগার বাড়ানোর জন্য আগ্রহী হয়ে উপায় অন্বেষণ করতে লাগলো। সেই সময় প্রকল্পের কিশোরী ক্লাবের সদস্য মারফত তিনি "সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ" এর বিষয়ে জানতে পারেন। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটর হতে তিনি প্রশিক্ষণের বিষয়ে বিস্তারিত খবর নেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তিনি মাঁচা তৈরি, সবজি তলা প্রস্তুতকরণ, জৈব সার প্রস্তুতকরণ, বীজ বপন, সার প্রয়োগ, সেচ, প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। কেশবপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মহাদেব চন্দ্র সানা প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি তার ভিটায় (৫ শতাংশ জমি) মূলা, শিম, পালংশাক, বেগুন, লাউ এর চাষ করেন। তিনি শাকসবজি বেচে ৬,০০০.০০ (ছয় হাজার) টাকা লাভ করেন এবং একই সাথে সেই সময়ে (অক্টোবর ২০১৭ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত) তার পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সক্ষম হন। পরিবারকে সহায়তা করতে পেরে তিনি অনেক সুখ অনুভব করছেন এবং ভবিষ্যতে তিনি ব্যাপকভাবে সবজিচাষে বিনিয়োগ করতে চান। তার মতো নারীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য হার চয়েস প্রকল্প-এর কাছে তিনি কৃতজ্ঞ।

Nazma Begum on the way to a better life

Nazma Begum aged 33 years, a victim of early marriage lives in Brahmakathi village under Keshabpur Upazila of Jashore district. She is a housewife. Her husband Md. Hafizur Rahman Morol (40 years) is an auto-van driver (locally it's called Alom Sandhu) and only earning member in the family. They have two girl children- Farhana Khatun and Farzana Khatun, who reads in class X and class VIII respectively in the local school. As a housewife of the four member's family, she passed her leisure time in vain or gossiping. And with the little income of her husband she realized that it was really tough to maintain all the necessary demands of her children. Her husband's income was not fixed and sometimes the day's income is too little to face the requirements. But what would she do! She was eagerly waiting to have some opportunities to earn money for her family. In the meantime she heard about the training on vegetable cultivation from the respective Girls' Club member. She ensured the information by the respective Field Facilitator. Nazma received (26.09.2017; day-long) the training on vegetable cultivation which included entresol (Macha in Bangla) preparation, bed preparation, procedure of compost fertilizer production, seed sowing, usage of fertilizers, irrigation, etc. The training was facilitated by Mohadeb Chandra Sana, Upazila Agriculture Officer of Keshabpur Upazila under Jashore district. After the training she cultivated radish, bean, spinach, brinjal, bottle gourds, etc. at her homestead (5 decimals). She earned around BDT 6,000.00 from the vegetables and also succeeded to supply nutrition to her family throughout the period (October 2017 to February 2018). She is happy now having monetary contribution to her family and dreaming to expand her vegetable production in a larger extent. Nazma Begum is grateful to the Her Choice project for creating opportunities for the women like her.

জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পার্বতী দাস এগিয়ে চলছে

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সারুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা পার্বতী দাস (বয়স ২২ বছর) তার জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করেছে। তিনি তার পিতামাতার ছয় সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের একজন সদস্য এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যশোর শাখায় সম্মান ২য় বর্ষে পড়ছেন। তাদের পরিবারে পেশায় কারিগর পিতা'ই (মধু দাস) একমাত্র উপার্জনকারী এবং মাতা বরুনা দাস একজন গৃহিণী (একই সাথে হস্তশিল্পে স্বামীকে সহায়তা করে থাকেন)। তার বাকী তিন ভাই-বোন কলেজ ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যয়ণরত। স্বল্প আয়ের পরিবারের সদস্য হিসেবে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে তার পিতার উপার্জন দিয়ে সব খরচের সংকুলান করা সম্ভবপর নয়। পরিবারের বড় সন্তান হওয়ার সুবাদে তিনি প্রায়শই পরিবারের সদস্য হতে আর্থিক চাহিদার সম্মুখীন হতেন। তিনি বাড়িতে দর্জি কাজের মাধ্যমে কিছু আয় করতেন এবং তা দিয়ে নিজস্ব খরচ ও পরিবারকে সহায়তা দিতে চেষ্টা করতেন কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। জীবনের এই পর্যায়ে তিনি তার গ্রামের কিশোরী ক্লাবের সদস্য মারফত প্রকল্প কর্তৃক আয়োজনকৃত উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ -এর খবর পান। তিনি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সুযোগ হিসেবে অন্যান্যদের সাথে প্রশিক্ষণটি (১৯ আগস্ট হতে ২৩ আগস্ট ২০১৭) গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি সঞ্চালনা করেন মাইডাস (Micro Industrials Development Assistance and Services) এর প্রশিক্ষকবৃন্দ এবং এতে ব্যবসার উদ্যোগ গ্রহণ, উদ্যোক্তা, ব্যবসার ধরন ও প্রকার, উদ্যোক্তার গুণাবলী, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণ তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় এবং প্রশিক্ষণে তার অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি ব্যবসায়িকভাবে দর্জির কাজ শুরু করেন। তার পরিবারের সেলাই মেশিন ব্যবহার করে তিনি পোশাক বানানোর ফরমায়েশ নিতে শুরু (সেপ্টেম্বর ২০১৭) করেন এবং একই সাথে তিনজন যুব নারীকে দর্জি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেন। তিনি প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী তার ব্যবসাকে স্থিতিশীল করতে সচেষ্ট হন। তিনি তার রোজগার হতে পরিবারের খরচ কিছুটা জোগান দেন এবং বাকীটা জমিয়ে ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয় ও তার পরিবারের সহায়তায় তিনি ডিসেম্বর ২০১৭ তে বিশ হাজার টাকায় একটি গরু কেনেন। গরুটির বর্তমান মূল্যমান ৩৫,০০০.০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা। তার দর্জি কাজের ব্যবসা ভালভাবে চলছে। তিনি তার পরিবারকে সহায়তার পাশাপাশি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এখন তিনি তার গরুর সংখ্যা বাড়াতে এবং দর্জির কাজ চালু রাখতে চান। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও তাকে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরিতে ভূমিকা রাখায় তিনি হার চয়েস প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

Parboti Das confident enough to change her standard of living

Parboti Das aged 22 years lives in Sarutia village of Sufolakati union under Keshabpur Upazila, Jashore. She is one of her father's six member family and reads in Honors (2nd year) in Bangladesh Open University (for the irregular students). Her father Modhu Das is engaged in handicraft and mother Boruna Das is a housewife who cooperate her husband in his occupation. Her sister reads in Honors in a college under National University, and her two brothers read in class IX and class IV respectively. Thus, being a member of the family she understood that how hurdles and difficulties were there to manages the expenditure by the limited income. And as Parboti is the elder among the siblings she got the pressure of some monetary support by the family members. Occasionally, she tried to practice tailoring at her house and supported her family at her best though succeeded in a little margin. In this condition of her life, she was informed about the entrepreneurship development training of this project through one of the member of the respective girls' club. She became optimistic enough to take a chance through the training for better livelihood option. She received the 5-day-long training (19th August to 23rd August, 2017). The training was facilitated by the officers of MIDAS (Micro Industrials Development Assistance and Services) on enterprise & entrepreneur, business, types of business, framework and components of business, qualities of entrepreneur, marketing, etc. The training made her confident enough to be a small entrepreneur of tailoring to support her family. She has a sewing machine of her family and she started to train up (September 2017) others (three youth women) in regular basis and receiving orders of garment making from the neighbors. She has been using the knowledge of the training to make her enterprise stable. She provided support to the family by these earnings and made some savings. With the savings and support of her family she bought a cow on BDT 20,000.00 and the cow is supposed to BDT 35,000.00 (market price). Her tailoring business is on. She is supporting her family including herself to carry out a better standard of living. Now, she plans to increase the number of cows and want to continue her tailoring at her home. She is grateful to the Her Choice project for the opportunities that made her an entrepreneur and create the pathway to better her standard of living.

যুব নারী আরতী দাস বিউটিশিয়ান এর কাজ করে সচ্ছলতার পথে

একুশ বছর বয়সী যুব নারী আরতী দাস যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সারুটিয়া গ্রামে বাস করেন। তার পিতার নাম দেবু দাস একজন দিনমজুর এবং মাতা রিনা দাস একজন গৃহিণী। ছয় সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে তার ঠাকুরমা এবং দুই ভাইবোন রয়েছে যারা এলাকার বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। তার পিতা দিনমজুর হওয়ার কারণে তার উপার্জন নির্ধারিত নয় এবং এই অবস্থায় তাদের পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো সম্ভবপর ছিল না। পরিবারের বড় সন্তান হওয়ার কারণে একজন কলেজগামী ছাত্রী (মানবিক-এ ডিগ্রী) হওয়ার পরেও তিনি পরিবারকে আর্থিক সহায়তার জন্য চাপ অনুভব করতেন। জীবনের এই সময়ে তিনি সারুটিয়া কিশোরী ক্লাবের সভাপতি সুমা দাসের কাছ হতে প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত বিউটি পার্লার বিষয়ক প্রশিক্ষণ -এর ব্যাপারে জানতে পারেন। তিনি বিষয়টি শুনে উৎসাহী হন এবং প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটর এর সাথে আলোচনা করে তার অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাশি বিউটি পার্লার (দৌলতপুর, খুলনা) এর স্বত্বাধিকারী ও বিউটিশিয়ান রাশিদা খাতুনের তত্ত্বাবধানে দলিত টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার এ তিনি অন্যান্যদের সাথে তিন মাসব্যাপী (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৭) এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছিল ভ্রু তোলা, চুল কাটা, পেডিকিউর, মেনিকিউর, চুল রিবন্ডিং, চুল সোজাকরণ, চুল ফোলানো, ফেসিয়াল, প্রভৃতি। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর তিনি তার বাড়িতে বিউটি পার্লার চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার পরিবার তাকে পুরো সমর্থন প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। তার গ্রামের আশপাশে বিউটি পার্লার না থাকায় তার পরিকল্পনাটি দারুন সাড়া ফেলে (অক্টোবর ২০১৭)। তিনি সেই সময় থেকে প্রতিদিন গড়ে ২০০.০০ (দুইশত মাত্র) টাকা রোজগার করছেন। তিনি নিকটস্থ বাজারে একটি বিউটি পার্লার শুরু করতে চান এবং তার মতো অন্য যুব নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চান। তার মতো উদ্যোক্তা তৈরিতে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তিনি হার চয়েস প্রকল্পের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

Village girl Aroti Das becomes beautician

Aroti Das aged 21 years lives in Sarutia village belong to a poor & large family (six members) of day laborer. Her father Debu Das who is a day laborer is the only earning member and her mother Rina Das is a homemaker. She has a grandmother and two siblings who read in class VII and class V respectively. Her father's income is not fixed and she understood that it's a hurdle to manage a six-member-family with this little income. As she is the elder offspring of her parents and reads in a college (Bachelor of Arts), she felt immense pressure to make monetary support to her family. In this situation of her life she heard about the beauty parlor training of the project by the girls' club president Suma Das of Sarutia Girls' Club. She became interested and communicated with the project staff to participate in the 3-month-long training. She received the training from July -September 2017 at Dalit Technical Training Center facilitated by Rashida Khatun, Beautician & Proprietor of Rashi Beauty Parlour, Daulatpur, Khulna. The contents were eyebrow plucking, hair cutting, pedicure, manicure, hair re-bonding, hair straightening, hair pump, hair removal, facials, etc. After the successful completion of the training she put forward her plan to her family to work as a beautician. Her family has supported her and she started services of beauty parlor from her house. There was demand of a beauty parlor in the village but there was not a single one. So, Aroti's plan has worked. She has been earning handsome amount of money (BDT 200 per day on an average) for herself and to support her family. Now she plans to have a beauty parlor in the nearby bazaar and want to create employment opportunities for the other youth women like her. Aroti Das is grateful to the project for its initiative of entrepreneur development & wish to continue her support for the establishment of a society free from child marriage.

নিজেই নিজের বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ করলেন কিশোরী স্বপ্না দাস

বিশ্বজিৎ দাশ (বয়স ৩৮ বছর) ও তাপসী দাস (বয়স ৩৬ বছর) দম্পতির সন্তান স্বপ্না দাস (বয়স ১৫ বছর) স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। তার একমাত্র ভাই পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। তাদের বাড়ি যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ভেরচি গ্রামে। তার পিতা একজন দিনমজুর এবং মাতা একজন গৃহিণী, এবং তারা কেউই প্রাথমিকের গন্ডি পেরুতে পারেনি। এদিক থেকে তাদের কারোরই বাল্য বিয়ের নেতিবাচক দিক নিয়ে সচেতনতা ছিল না। তাদের সন্তান স্বপ্না দাস জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ হতে ভেরচি গ্রামের কিশোরী ক্লাবের সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করছে। সে সংশ্লিষ্ট কিশোরী ক্লাব ও প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন বিষয় যেমন- বাল্য বিবাহ, জেন্ডার বৈষম্য, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭, প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে সচেতন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯ বছর বয়সী এক যুবক (আইনত ছেলের বৈধ বিয়ের বয়স ২১ বছর) তাকে বিয়ের জন্য তার বাড়িতে প্রস্তাব পাঠায়। আনুষ্ঠানিকভাবে স্বপ্নাকে দেখতেও আসে। তার পিতামাতা রাজি হলেও স্বপ্না কোনমতেই ১৮ বছর (আইনত ১৮ বা তদুর্ধ্ব মেয়ের ক্ষেত্রে বৈধ বয়স) পেরুনোর আগে বিয়েতে রাজি নয়। কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম হতে লব্ধ জ্ঞান দিয়ে সে তার পিতামাতাকে বিবাহ বন্ধ করার প্রয়োজনীতা বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল। সে বাল্য বিবাহের নেতিবাচক দিক, বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭, তার জীবনের লক্ষ্য, নারীর ক্ষমতায়নের উদাহরণ প্রভৃতি বিষয়ে তার মতের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে। কিন্তু পিতামাতা অনড়। তখন সে সহায়তার জন্য বিস্তারিত জানিয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটর ও কিশোরী ক্লাবের নির্বাহী সদস্যদের বিষয়টি জানায় এবং তারা স্বপ্নার পিতামাতাকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে বাল্য বিবাহ তাদের মেয়ের জীবনের জন্য অভিশাপ বৈ কিছু নয়। স্বপ্নার পিতা-মাতা বিষয়টি অনুধাবনের পর তার বিবাহ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেন এবং কথা দেন যে উপযুক্ত বয়স না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ নিবেন না। স্বপ্না বর্তমানে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে এবং সে বড় হয়ে একজন স্বাবলম্বী ব্যক্তি হতে চায়। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে কাজ করার জন্য সে হার চয়েস প্রকল্পের নিকট কৃতজ্ঞ।

Swapna Das protests her early marriage

Swapna Das aged 15 years is the daughter of Bishawjit Das (38 year) and Taposi Das (36 year) lives in Verchi village under Keshabpur Upazila of Jashore district. She has one sibling Dipayon Das (11 years) reads in class V. Swapna Das reads in class IX in a secondary school in her locality. Her father is a day laborer and mother is a homemaker and both of them haven't passed primary level at their age. They hadn't enough knowledge on the negative effects of early marriage. And their daughter Swapna has joined the Girls' Club since 2017, as an active member of the club. She has participated in different programmes of the project and gained knowledge and information on the issues of early marriage, gender discrimination, women empowerment, Child Marriage Restraint Act 2017, etc. In the meantime, one party of groom-to-be (aged 19, not legal to be married) has approached her family to marry Swapna. They also met with her. But she declined to marry before 18 years (18 or above is the legal age for a girl) of age in any means though her parents were agreed to marry off. She tried to convince her parents by stating her grounds against the marriage. In this regard she stated the negative effects of early marriage, Child Marriage Restrain Act 2017, her aims in life, examples of women empowerment, etc. to defend her decision. She discussed the issue with the respective Union Facilitator and Girls Club executive member who repeatedly tried to convince them to prevent the marriage and give Swapna a chance to make her future meaningful. The parents at last understood the issues regarding the wellbeing of their daughter and cancelled the marriage process. Now, Swapna is going to her school regularly and dreams to complete her study and be a self-reliant person. She is grateful to the activities of Her Choice project for its' endeavor to prevent the cancer of early marriage.

দুই কিশোরের বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সুজাপুর গ্রামের সজীব দাস (বয়স ১৪ বছর) ও সুভ দাস (বয়স ১৫ বছর) এর বুদ্ধিদীপ্ত প্রচেষ্টায় তাদের গ্রামের একটি বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ সম্ভব হয়েছে। তাদের পিতার নাম যথাক্রমে অমল দাস (বয়স ৩৬ বছর) ও সঞ্চয় দাস (বয়স ৩৭ বছর)। সজীব ও সুভ বাল্য বন্ধু এবং তারা স্থানীয় বিদ্যালয়ে যথাক্রমে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। তারা জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ হতে তাদের গ্রামে স্থাপিত কিশোর ক্লাবে সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করছে। পূর্বে বাল্য বিবাহ, জেন্ডার বৈষম্য, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭, প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা না থাকলেও বর্তমানে কিশোর ক্লাব ও প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের কারণে এসব বিষয়ে তারা জ্ঞান অর্জন করে সচেতন হয়েছে। একই সাথে তারা এসব জ্ঞান ও সচেতনতা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে প্রয়োগের জন্য নিজেদের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইতোমধ্যে তারা জানতে পারে, তাদের প্রতিবেশী চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী ভক্তি দাস (জয়দেব ও মান্দারি দাসের সন্তান) এর বিয়ের আয়োজন (১৬ অক্টোবর ২০১৭) চলছে। ভক্তি এব্যাপারে কোন কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। সজীব ও সুভ তথ্য সংগ্রহ করে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মীকে খবর দিয়ে পরামর্শ ও সহায়তা চাইল (১৫ অক্টোবর ২০১৭)। তাদের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মী উপজেলা প্রশাসন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, কেশবপুর) - এর সহায়তা প্রার্থনা করলো। পুলিশ ১৬ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ সকালে ভক্তি দাসের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তার পিতা-মাতার কাছে ভক্তির জন্ম নিবন্ধন দাবি করলো। পুলিশ দেখলো যে, ভক্তির বয়স ১২ বৎসর (আইনত ১৮ বা তদুর্ধ্ব মেয়ের ক্ষেত্রে বৈধ বয়স) এবং তারা তার পিতা-মাতার কাছে লিখিত অঙ্গীকারনামা নিল যে, তারা ১৮ বছর পেরুনোর পূর্বে ভক্তির বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে না। ভক্তি বর্তমানে পড়াশুনা করছে। বাল্য বিবাহ মুক্ত দেশ গঠনে সজীব ও সুভ তাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে চায় সামাজিক ও পারিবারিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে। বাল্য বিবাহ বন্ধে হার চয়েস প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের উপর তারা কৃতজ্ঞ।

Two adolescent boys skillfully prevent an early marriage

Sajib Das (aged 14 years) and Shuvo Das (aged 15 years) son of Amol Das (aged 36 years) and Sanjoy Das (aged 37 years) lives in Sujapur village under Keshabpur Upazila of Jashore district. Sajib and Sanjoy is childhood friend and reads in class VI and class VIII respectively. They are from dalit community and have joined the Boys' Club since January 2017. They are the active member of the club and participated in all the activities arranged by the project. They had little concern on the issues of early marriage, gender discrimination, women empowerment, Child Marriage Restraint Act 2017, etc. But due to their involvement in the Boys' Club and its activity they have achieved knowledge on the issues. It made them positive on the issues and become determined to implement/practice the knowledge in their personal and social life. In this circumstances, a neighbor of them Vokti Das (aged 11 years and daughter of Joydeb Das and Mandari Das), a student of class IV was arranged (16 October 2017) for marriage by her parents and family. Vokti has no idea about what is going to be happened with her! Sajib and Shuvo got the news of Vokti's marriage. They shared the matter with the respective project staff and begged immediate action to prevent the child marriage. The project team collected the relevant information and made contact through phone to the responsive officer of the Upazila Administration (Upazila Nirbahi Officer, Officer-in-Charge, and Upazila Women Affairs Officer) to take initiative to prevent the child marriage. The police of Keshabpur Thana stepped in the house of Vokti and charged for her birth certificate from her parents. The officers found that Vokti is below the legal age of marriage. They received written assurance from her family that they will marry off their daughter only she crosses her age 18 years (18 or above is the legal age for a girl). Vokti's parents dismissed the marriage arrangement and she is continuing her study. Sajib and Shuvo now dreams to continue their effort to make the society free from child marriage. Both of them are grateful to the project for the endeavor to stop child marriage.

বাল্য বিবাহ কে কাজী মোঃ আবু সাঈদ- এর লাল কার্ড

বিশ বছর বয়সী কাজী মোঃ আবু সাঈদ যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ব্রহ্মকাটি গ্রামের আব্দুস সামাদ ও রওশন আরার সন্তান। তিনি মুসলিম বিবাহ নিবন্ধক (কাজী) এর পাশাপাশি ব্রহ্মকাটি মধ্যপাড়া জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন হিসেবে কর্মরত। বাল্য বিবাহ অধ্যুষিত এই অঞ্চলে তিনি অন্যদের মতো বয়স প্রমাণক হিসেবে কোন দলিল না যাচাই করে বিয়ে নিবন্ধন করতেন। আর বাল্য বিয়ে নিরোধ আইন ২০১৭ বিষয়ে তার যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায় বয়স লুকিয়ে তার অজ্ঞাতে তার দ্বারাই বাল্য বিয়ে নিবন্ধন হতো। বস্তুত তিনি বাল্য বিবাহের নেতিবাচক প্রভাব ও আইনটি সম্পর্কে জানতেন না। যখন তিনি প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে শুরু (ইউনিয়ন পর্যায়ে শেয়ারিং মিটিং, জুলাই ২০১৭) করলেন তিনি বুঝতে পারলেন যে, বাল্য বিয়ে একটি ব্যাধি যা সমাজ ও দেশের ক্ষতি করে যাচ্ছে অনবরত। তিনি এ বিষয়ে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানতে পারলেন যে, বয়স প্রমাণক হিসেবে দলিলাদি বা নথিপত্র না যাচাই করে বাল্য বিবাহ সম্পাদন করলে তার জন্য কাজী কেও আইনের আওতায় সাজা দেয়ার বিধান রয়েছে। এসব বিষয়ে সচেতনতার পরে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন যে, বয়স প্রমাণের প্রমাণক ব্যতিরেকে তিনি আর কোন বিবাহ নিবন্ধন করবেন না। তিনি তারপর থেকে আইনানুযায়ী প্রক্রিয়া মেনে বিবাহ নিবন্ধন করে আসছেন। তার গ্রামেই তিনি এরকম একটি ঘটনার সম্মুখীন হন। ইসলাম শেখের সন্তান রেহেনা খাতুনের বিয়ে নিবন্ধন করতে (আগস্ট ২০১৭) গিয়ে তিনি বয়স প্রমাণক যাচাই করে নিশ্চিত হন যে, মেয়ের বয়স ১৪ (আইনত ১৮ বা তদুর্ধ্ব বছর মেয়ের ক্ষেত্রে বৈধ বয়স)। তিনি তখন আইনি ব্যাখ্যা এবং বাল্য বিবাহের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, “এই বিয়ের বিষয়ে কেউ যদি প্রশাসন বা পুলিশে খবর দেয় তবে বর-কনের পিতা-মাতা এবং বিয়ে আয়োজনের সহযোগীসহ সকলকে জেলে যেতে হবে”। তিনি উভয়পক্ষের অভিভাবকদের বিয়ে বন্ধ করতে রাজি করান। তিনি চান তার মতো অন্যান্য কাজীরাও বাল্য বিবাহ বন্ধে একযোগে কাজ করবে। বাল্য বিবাহ বিষয়ে সচেতন করার জন্য তিনি হার চয়েস প্রকল্পের নিকট কৃতজ্ঞ।

Kazi Md. Abu Sayeed says no to early marriage

Kazi Md. Abu Sayeed aged 20 years, son of Abdus Samad and Raoshonara, lives in Brahmakati village under Keshabpur Upazila of Jashore district. He is a Kazi (Muslim marriage register) and a muezzin (who calls for prayer) in Brahmakati Moddhopara Jame Mosque in the locality. He lives his life from the mentioned profession. As the region is abundant with incident of early marriage he used to conduct/register marriage without any proper age proofing documents. Thus early marriage was registered by him with/without his concern as he was not conscious about the age documents. In reality, he didn't know about the negative effects of early marriage and Child Marriage Restraint Act 2017. When he started to come in the different project activities (Union Level Meeting July, 2017) arranged for the religious leaders, he got enough information to identify that early marriage is an invisible disease which should be cured for the social wellbeing. He discussed the matter with the Upazila Women Affairs Officer and understood that he was breaching laws by doing marriages without verifying ages of the bride and groom. He determined and promised to himself that he would not conduct/register any early marriage and ages would be verified by age documents as per the Child Marriage Restraint Act 2017. He has been keeping his promise by registering the marriages with the verification of age of the bride and groom. One of the examples of his determination is stopping of early marriage in his village. The supposed-to-be (August 2017) victim was Rehena Khatun daughter of Md. Islam Sheikh. On the marriage-to-be ceremony he asked for the age documents of the girl and found that the groom is only 14 years (18 or above is the legal age for a girl). Then he discussed the legal jurisdiction & negative effects of early marriage. He added, "If anyone complains about the marriage then parents and the collaborators including me will be in jail". He succeeded to convince her parents to prevent the marriage. Now, he plans to share his knowledge and experience with the other Kazi to make the society free from early marriage. He thanked the Her Choice project to create awareness against the social cancer like early marriage.

পিতার সচেতনতায় সন্তানদের পড়াশুনার মানের উন্নয়ন অব্যাহত

স্বপন কুমার দাস (বয়স ৪৬ বছর) যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সারুটিয়া গ্রামে স্ব-পরিবারে বসবাস করেন। তিনি পেশায় একজন কারিগর। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। স্ত্রী রিতা দাস, গৃহিণী, এবং তিন সন্তান রাধা, সুব্রত, ও সুকান্ত দাস যথাক্রমে দশম, অষ্টম ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। স্বপন ও রিতা দুজনে অশিক্ষিত হওয়ায় তারা বিদ্যালয়ে গিয়ে কখনো সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে খবর নিতে যেতেন না। তিনি ভাবতেন ও মানতেন যে তাদের সন্তানদের পড়াশুনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। তার সন্তান রাধা সারুটিয়া কিশোরী ক্লাবের সক্রিয় সদস্য এবং সেই সূত্রেই তিনি অভিভাবকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এর আমন্ত্রণ পান। প্রকল্প বিষয়ে এবং তার মেয়ে কি করছে সেই উৎসাহে তিনি ১৮ আগস্ট ২০১৭ এর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি অনুধাবন করতে পারলেন যে, সন্তানদের পড়াশুনার বিষয়ে পিতা হিসেবে অবশ্যই বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে তার খোঁজখবর নেয়া উচিৎ ছিল। তিনি তারপর বিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতি, শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনায় অগ্রগতি ও পরীক্ষায় উন্নতির খবর নিতে শুরু করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে কথা বলে তিনি আরো জানতে পারলেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকদের পরিদর্শন তাদের সন্তানদের পড়াশোনার মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তিনি তার সত্যতা পেলেন ডিসেম্বর ২০১৭খ্রিঃ তে। তিনি এখন তার স্ত্রীকেও বাড়ি এবং বিদ্যালয়ে সন্তানদের পড়াশোনার খবরাখবর নিতে উৎসাহ দেন। তিনি এখন জানেন যে সন্তানদের পড়াশোনার খবরাখবর নিয়ে তাদের পড়াশোনার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব। তিনি এই প্রকল্পের মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য হার চয়েস প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

Conscious guardian Swapon Das is aware of his children's education

Swapon Kumar Das aged 46 years, lives in Sarutia village under Keshabpur Upazila of Jashore district. He has a family of 5 members (wife, one daughter, and 2 sons). He is a handicrafts maker. His wife Rita Das is a homemaker, and their three offspring Radha, Subrata and Sukanta reads in class X, VIII, and VI respectively. As the couple Swapon and Rita is illiterate, they never visited the schools of their offspring to understand the education status of them. He thought the teacher of the schools have all the responsibilities to educate their offspring. His daughter is an active member of the Adolescent Club of Sarutia. By this connection he got invitation for the Parental Skill Development Training program from the project. He participated in the training on 18.04.2017 with a view to learn about the project and in particular what is his daughter doing in this project. After he received training with other parents, he understood that he should have kept an eye on the education process of their children; at home and in the schools. After that, awareness rose in him and he visited the schools to have information on the attendance, performance in class and examinations. He also has known from the teachers that visiting of guardians in the school always create positive impact for the education process. He was that their recent performance (December 2017) in regard of results is much better than the past. He now is encouraging his wife to oversee their education process both at home and in the schools. He thinks to be more serious on the education process of their children to make them educated for their better future. He is grateful to the project for the activities which made him conscious to be a good father.

হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে সচ্ছলতার পথে গৃহিণী মুক্তা দাস

৩০ বছর বয়সী মুক্তা রাণী দাস যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সারুটিয়া গ্রামে বাস করেন। চার সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে তার স্বামী গোপাল দাস স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে একজন অফিস সহকারী, এবং তাদের দুই সন্তান গোলাপী ও অপু যথাক্রমে নবম ও পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত। মুক্তা ও তার স্বামী স্বল্প শিক্ষিত হওয়ায় গোপালের একমাত্র রোজগারে তাদের সংসার চালাতে হত। মুক্তা এজন্য তার ভাগ্যের দোষ দিত। জীবনের এই পর্যায়ে তিনি তার গ্রামের কিশোরী ক্লাবের সদস্য মারফত প্রকল্প কর্তৃক আয়োজনকৃত উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ -এর খবর পান। তিনি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সুযোগ হিসেবে অন্যান্যদের সাথে প্রশিক্ষণটি (১৯ আগস্ট হতে ২৩ আগস্ট ২০১৭) গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি সঞ্চালনা করেন মাইডাস (Micro Industrials Development Assistance and Services) এর প্রশিক্ষকবৃন্দ এবং এতে ব্যবসার উদ্যোগ গ্রহণ, উদ্যোক্তা, ব্যবসার ধরন ও প্রকার, উদ্যোক্তার গুণাবলী, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মুরগি পালনে তার পূর্বতন অভিজ্ঞতা ছিল এবং এই প্রশিক্ষণ তাকে আরো সংগঠিতভাবে হঁস-মুরগি পালনের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। এই উদ্যোগ তাকে স্বল্প ও গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণ অর্থ (মাসিক গড়ে ১,০০০.০০ টাকা) রোজগারের সুযোগ করে দেয়। একই সাথে এদিয়ে তিনি তার বাড়ির সদস্যদের জন্য পুষ্টির চাহিদা নিশ্চিত করেন। এই হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে তিনি তার পরিবারের সদস্যদের ডিম ও মাংসের সংস্থান করার সুযোগ পান। তিনি এখন হাঁস-মুরগির সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন। তার মতো অসচ্ছল গৃহিণীদের জন্য এই ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য হার চয়েস প্রকল্পের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

Housewife Mukta Das has started livestock rearing for her family

Mukta Rani Das aged 30 years, lives in Sarutia village under Keshabpur Upazila of Jashore district. She has a family of four members (husband, daughter and son). Her husband Gopal Das is a NGO worker in the locality and her daughter Golapi Das and son Opu Das reads in Class IX and V respectively. Both Mukta and her husband is educated in a little margin and adapted with the economic condition of the family with the little income. Mukta was blaming bad luck for this condition. In this circumstance of her life, she got information of the Entrepreneurship Development Training from the Girls Club member and later confirmed by the respective project staff. She became optimistic enough to take a chance through the training for better livelihood option. She received 5-day-long training (19th August to 23rd August, 2017). The training was facilitated by the officers of MIDAS (Micro Industrials Development Assistance and Services) on enterprise & entrepreneur, business, types of business, framework and components of business, qualities of entrepreneur, marketing, etc. She was rearing hens in the past and the training made her confident enough to start it (including ducks) again in a more organized way. It made the nutrition solution for her family. She succeeded to feed her offspring protein items such as eggs, meat in a regular basis. From this farming she has earned and is earning a little amount of money (on an average BDT 1,000.00 monthly; but it beneficial to her in a great margin) for her family. These realized her that it's' human being who can make luck by its own. Now, she thinks to expand her farming in a larger volume. She is thankful to the project for this initiative which made her optimistic towards life.

পুরোহিত বিকাশ বাল্য বিবাহ না পড়ানোর সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সুজাপুর গ্রামের বাসিন্দা বিকাশ চন্দ্র দাশ (বয়স বিয়াল্লিশ বছর) পেশায় একজন পুরোহিত। এর পাশাপাশি তিনি একজন প্রান্তিক কৃষক। পুরোহিত/ব্রাহ্মণ হিসেবে তিনি অত্র এলাকার হিন্দু সমাজের (সনাতন ধর্মাবলম্বী) বিয়ে পড়ানোর দায়িত্ব পালন করেন। চার সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের তিনিই একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। তার স্ত্রী পার্বতী দাস একজন গৃহিণী এবং তাদের দুই সন্তান সজীব ও প্রান্ত স্থানীয় বিদ্যালয়ে যথাক্রমে সপ্তম ও চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। পড়াশোনার পাশাপাশি তার দুই সন্তান তাকে তার পেশায় সহায়তা করে থাকে। সনাতন ধর্মের প্রথা ও বিধি অনুযায়ী তিনি এই ধর্মের অনুসারীদের বিয়ে সম্পাদন করে থাকেন। প্রথা অনুযায়ী বিয়ের মন্ডপে বর ও কনের বয়স তাদের নিজ নিজ অভিভাবকগণ উল্লেখ করে থাকেন এবং সাধারণত বয়স প্রমাণক হিসেবে কোন ধরনের দলিলাদি (জন্ম নিবন্ধন/শিক্ষাগত সনদ) যাচাইয়ের প্রচলন নেই। তিনিও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় তিনি যে এই আইন ভঙ্গ করছেন সে বিষয়টি তার জানা ছিল না। এছাড়া তিনি বাল্য বিবাহের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে তেমন গভীরভাবে চিন্তা করেননি। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটর ধর্মীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের জন্য আয়োজিত একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানান। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত উপজেলা পর্যায়ের কর্মশালায় তিনি অংশগ্রহণ করেন। এরপর তিনি আরো প্রকল্পের বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন। এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলস্বরূপ তিনি বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭, বাল্য বিবাহের নেতিবাচক প্রভাব, বয়স যাচাইয়ের দলিলাদি, জেন্ডার সাম্য প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ও সচেতনতা অর্জন করেন। তিনি জানতে ও বুঝতে পারেন যে, বাল্য বিবাহ সম্পাদন একটি অপরাধ এবং একজন পুরোহিত হিসেবে তাকে প্রশাসন/আদালত কর্তৃক জেল ও অর্থদন্ড বা উভয় সাজা প্রদান করতে পারে। বিকাশ তখন দেশের একজন সচেতন নাগরিক ও পুরোহিত হিসেবে বিবাহ সম্পাদনে তার দায়িত্ব বুঝতে পারেন এবং এক্ষেত্রে আইন মেনে চলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, বিবাহ সম্পাদনের পূর্বে তিনি বয়স প্রমাণক দলিলাদি যাচাই করে নিবেন। ইতোমধ্যে তিনি একই জেলার পার্শ্ববর্তী মনিরামপুর উপজেলার খোঁজগাতি গ্রামে (আগস্ট, ২০১৭ খ্রিঃ) একটি বিয়ে সম্পাদনের দায়িত্ব পান। কিন্তু তিনি বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শুরু পূর্বে বয়স প্রমাণক দেখে নিশ্চিত হন যে, মেয়ের বয়স মাত্র ১৫ বছর (আইনানুযায়ী মেয়ের বয়স ১৮ বছর হতে হবে)। তিনি বিয়ে পড়াতে তার অসম্মতির বিষয়টি সকলের সাথে আলোচনা করে সেখান হতে চলে আসেন। তিনি বলেন, "স্ব স্ব ধর্মের বিবাহ সম্পাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বয়স প্রমাণকের দলিলাদি যাচাই সাপেক্ষে বিবাহ সম্পাদন করলে দেশকে বাল্য বিবাহমুক্ত করা সম্ভব"। বাল্য বিবাহ নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য তিনি হার চয়েস প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

Priest Bikash Chandra Das says no to early marriage

Bikash Chandra Das aged 42 years, lives in Sujapur village under Keshabpur Upazila of Jashore district. He is a priest-cum-farmer in profession. He conducts marriages of Hindu Community in the locality as a Brahmin. He has a family of four members. His wife Parboti Das is a housewife, and their two children Sajib Das and Pranta Das who helps his father in his profession and reads in class VII & class IV respectively. Traditionally, priest Bikash conduct marriages of Hindu community as per religious customary guideline. Customarily age of both bride and groom is told by the guardians in the marriage mandapa (venue). Thus, he never felt the necessity of age verification by the documents (birth registration/academic certificate). As he was unknown about the Child Marriage Restraint Act 2017, he was unaware of the infringement of the act. He also never felt deeply of negative effects of the early marriage. The respective project staff offered him as a participant from his village to come to a workshop (19.02.2017) on early marriage prevention arranged for the religious and local leader. From then he participated several meeting/workshops arranged by the project. From these kinds of participation he has come to know on Child Marriage Restraint Act 2017, negative effects of early marriage, age verification by documents, gender issues, etc. He has also known that conduction of early marriage is a crime and as a priest he would be jailed or fined monetary by the administration. Bikash thus understood & realized his responsibilities as a priest and as a conscious citizen of the country. He then determined to abide by the law in his profession. He decided to verify age verification documents of bride and groom before the marriage conduction. In the meanwhile he was offered (August 2017) to conduct a marriage in Khojgati village of Monirampur Upazila of Jashore district. Just before the final program of the marriage he found that the bride is under age (15 years) for marriage according to the law. He left the place in no time. He says, "If we the imam and priest of the Muslim and Hindu community are determined to conduct marriage after thoroughly verify the age documents then there will be no early marriage in our country". He thanked the project for the activities arranges for them to enhance awareness on early marriage.

বাল্য বিবাহের শিকার সুজাপুরের লক্ষ্মী রাণী সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার খোঁজে

বাইশ বছর বয়সী লক্ষ্মী রাণী যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সুজাপুর গ্রামে বাস করেন। তিন সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে তার স্বামী বিকাশ দাস একজন দিনমজুর এবং তাদের তিন বছর বয়সী এক সন্তান রয়েছে। তিনি বাল্য বিবাহের শিকার এবং মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। তার এই দাম্পত্য জীবনে তিনি অনেক প্রতিকূলতার মোকাবেলা করেছেন এবং তিনি অনুভব করেন যে, তিনি কখনই এসবের সম্মুখীন হতে চাননি। কিন্তু তিনি তার পরিবারকে ভালবাসতেন এবং তার পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সবসময় কিছু না কিছু করার চেষ্টা করতেন। তিনি খুব কম ক্ষেত্রেই সাফল্যের মুখ দেখেছেন এবং দারিদ্র্য তার পিছু ছাড়েনি। অভাবের কারণে তার পারিবারিক জীবনে বিবাদ লেগেই থাকত। ইতোমধ্যে তিনি তার এলাকার কিশোরী ক্লাবের সদস্য কর্তৃক দর্জি প্রশিক্ষণের আমন্ত্রণ পান। তিনি দুই মাসব্যাপী (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উপর আস্থা রেখে প্রশিক্ষণ শেষে সেই মাসেই নিজের সঞ্চয় ও কিছু ঋণ করে একটি সেলাই মেশিন কিনে আনেন। তারপর নিজের বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। উদ্যোক্তা হওয়ার পথে এটি তার একটি নতুন যাত্রা এবং তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। তার এই দর্জি পেশার শুরু থেকে তার এলাকার মেয়ে ও নারীরা তার গ্রাহক হিসেবে তার কাছ থেকে বিভিন্ন পোশাক সেলাই করে নিচ্ছে এবং এ থেকে মাসিক গড়ে ৮০০.০০ (আটশত মাত্র) টাকা রোজগার করছেন। এই পরিমাণ অর্থ তার পরিবারের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকে তিনি তার ঋণ প্রায় শোধ করে ফেলেছেন এবং বাকী টাকায় তাদের জীবনমানের উন্নয়নে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি এখন পরিকল্পনা করছেন তার সেলাই মেশিনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও নারী শ্রমিক নিয়োগ করে ব্যবসার প্রসার ঘটাতে। তিনি বলেন, “আশাহত নারীর জীবনে সুন্দর স্বপ্নের বীজ বপনের জন্য আমি হার চয়েস প্রকল্পের নিকট কৃতজ্ঞ”।

Lakshmi Rani is eyeing for better livelihood

Lakshmi Rani Das aged 22 years, lives in sujapur village under Keshabpur Upazila of Jashore district. She has a family of three members; her husband Bikash Das is a day laborer and they have a 3 years old child. She is a victim of early marriage and has started her couple life at the age of fourteen. In this span of life she faces many challenges and realized she was never ready to stand against these hurdles. But she loves her family and with a hope to better their livelihood she always tries to do something. But she succeeded in a little margin and the poverty wins in most of the cases. Due to the poverty there was disputation and quarrel in their domestic life. In the meantime, she got an offer to receive training on tailoring by the respective girls' club member. She received 2-month-long Training on Tailoring from 29 July 2017 and became confident enough to start tailoring in their house. She bought a sewing machine by arranging loans and adding their small amount of savings on September 2017. This was a new journey for her life and she is an entrepreneur now. From then local girls & women are her customer and she is earning handsome amount of money (monthly BDT 800.00 on an average) for her family. This amount is very much beneficial at her level. She is repaying her loan regularly and investing the rest of the money to improve their standard of living. Now, she plans to enlarge her business by increasing the number of sewing machine and engaging women staff to maintain it. She said, "Thank you Her Choice for the initiative to made hopeless village women to be an entrepreneur".

পরিবহন হিসেবে সাইকেলকেই বেছে নিল কিশোরী মিতা

কিশোরী মিতা খাতুন (বয়স পনের বছর) তার মা রিজিয়া বেগমের সাথে তার মামার বাড়ি যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সুজাপুর গ্রামে বসবাস করে। তার মা রিজিয়া বেগম পেশায় একজন দিনমজুর এবং তালাকপ্রাপ্তা। মিতা তার বাড়ি হতে চার কিলোমিটার দূরের একটি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে পড়ে এবং তার গ্রামে অবস্থিত কিশোরী ক্লাবের একজন সক্রিয় সদস্য। ক্লাব ও প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে সে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে। রিজিয়া বেগম স্বল্প রোজগারের পেশায় নিয়োজিত থাকায় মিতার দৈনন্দিন বিভিন্ন প্রয়োজনের যাতায়তে অর্থের জোগান দেওয়া তার পক্ষে কষ্টের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে মিতা তার মামাত ভাইয়ের নিকট হতে সাইকেল চালানো শিখে ফেলে। কিন্তু উক্ত গ্রামে আর কোন মেয়ে যানবাহন হিসেবে সাইকেল ব্যবহার না করায় সেও কখনো নিজের একটি সাইকেল থাকা ও যানবাহন হিসেবে সাইকেল ব্যবহারের চিন্তা করেনি। একদিন তার সামনে এমন একটি সুযোগ আসে যা তার সামনে পরিবহন হিসেবে সাইকেল ব্যবহারের দুয়ার খুলে দেয়। আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস ২০১৭ উপলক্ষে (১১ অক্টোবর ২০১৭) কেশবপুর উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রকল্প কর্তৃক কিশোরীদের জন্য একটি সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। মিতা তার মামাত ভাইয়ের সাইকেল নিয়ে উক্ত র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। সাইকেল র‍্যালিটি উপজেলা পরিষদ হতে কেশবপুর বাজার হয়ে উপজেলা পরিষদে এসে সমাপ্ত হয়। সে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয় এবং সে উপলব্ধি করে যে পরিবহন হিসেবে সাইকেলকে বেছে নিতে সে নিজেই প্রধান বাঁধা। সে বাড়িতে গিয়ে তার মাকে তার অভিজ্ঞতা খুলে বলে এবং তার ইচ্ছার কথা যৌক্তিক আকারে তুলে ধরে। নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ সে তার কাঙ্খিত সাইকেলটি হাতে পায়। সেই থেকে তার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াত করতে সে তার সাইকেল ব্যবহার করে আসছে। সে তার পড়াশোনা শেষ করে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিতে চায়। নিজের দ্বিধা দূর করে সাইকেল ব্যবহারে তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সে হার চয়েস প্রকল্পের নিকট কৃতজ্ঞ।

Adolescent Mita breaks taboo of girl cycling

Mita Khatun aged 15 years, lives in Sujapur village under Keshabpur upazila of Jashore district. She is a daughter of Rizia Begom who is divorced and lives in her parents' house with her. Mita's mother is a day laborer. Mita reads in class IX in a secondary school and is an active member of the Girls' Club in her village. She regularly participates in all the project activities arranged for the adolescent girls club. Her school is 4 km far from her house. As her mother is engaged in low-income profession he is not capable of providing transportation fare daily for Mita. On the other hand, she has learned cycling with the help of her cousins. But as there is a taboo on girl/women cycling, she never dares to have her own one & use it in this situation. Also, there were no girls who ride cycle in her village. And the opportunity came to her to break the taboo in a group. The project arranged a cycle rally for the adolescent girls on the eve of International Girl Child Day on 11 October 2017 in coordination with Keshabpur Upazila Administration. Mita participated in the program by borrowing cycle from her cousin. The cycle rally rounded from Upazila office- Keshabpur bazaar-Upazila office. She got support from the other participants and her inertia tingled on that day. Getting back to home she shared her experience and her desire to her mother logically. Her mother agreed and bought a cycle for her on November 2017. Now she goes to school and other places on her demand by her cycle. She plans to carry out her academic study and want to join in police forces in the future. She is thankful to the project which made her confident enough to break the taboo of girl cycling in her locality.

যুব নারীর শিক্ষা সহযোগিতায় বাঁশবাড়িয়া কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগ গ্রহণ

বাঁশবাড়িয়া কিশোরী ক্লাব যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় ১ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ক্লাবে ২৫ জন সদস্য ছিল এবং ক্লাবের জন্য আয়োজিত সকল কার্যক্রমে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। ক্লাবটি প্রকল্পের লক্ষ্যের সাথে সমন্বয় করে অত্র এলাকায় বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর কাজ করে যাচ্ছে। এই কাজের অংশ হিসেবে অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র শিক্ষার্থীকে তারা অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা দেখে যে, অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের পড়াশোনার খরচ মেটাতে না পেরে তাদের বিয়ে দিয়ে দেয় এবং এই কারণেই তারা ক্লাবে সভা করে এই সিদ্ধান্ত (৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ) গ্রহণ করে। এই সময়ে তারা তাদের গ্রামের বাসিন্দা তৃপ্তি দাসের বিষয়ে জানতে পারেন যে, অর্থ সঙ্কটের কারণে তারা শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। উল্লেখ্য, তৃপ্তি এই কিশোরী ক্লাবের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং ১৮ (আঠারো) বছর পূর্ণ হওয়ায় ক্লাবের নীতিমালা অনুযায়ী তিনি ক্লাবের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। তিনি অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ এইচএসসি পাশ করেন এবং উচ্চতর পড়াশোনার জন্য তার পিতা কালিকুমার দাস (মাতা মৃত) রাজী ছিলেন না। ক্লাবের নির্বাহী সদস্যরা কালিকুমার দাস এর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি অর্থনৈতিক সঙ্কটের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "তৃপ্তির পড়াশোনায় অর্থ ব্যয় অপচয় ছাড়া কিছুই নয় কেননা তার বিয়ে হয়ে গেলে সে কখনই তার পরিবারের জন্য রোজগারকারী হতে পারবে না"। ক্লাব সদস্য ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটর তার পরিবারের অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং তারা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, তার মেয়েকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলে সে তার পরিবারের জন্য রোজগারকারী হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটর তার নিজের পরিবারে তার অর্থনৈতিক সহায়তার কথা তুলে ধরেন। ক্লাব সদস্যরা ক্লাব হতে ৫০০.০০ (পাঁচশত মাত্র) টাকা সহায়তার ঘোষণা দেন। তারা ক্লাবের সব সদস্য হতে এই অর্থ সহায়তা (স্বেচ্ছাদানকৃত) সংগ্রহ করেন। ক্লাবের এই প্রচেষ্টা তৃপ্তির পড়াশোনায় তার পিতাকে অর্থ জোগান দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। ক্লাবটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যে, তারা নিজেরা সঞ্চয় করে একটি সাধারণ তহবিল গঠন করবে এবং তা থেকে পড়াশোনার জন্য প্রকৃত সাহায্যপ্রার্থীকে অর্থ সহায়তা প্রদান করবে। ক্লাব সদস্যরা কিশোরীদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞ।

Banshbaria Girls' Club helps a poor girl student to continue her study

Banshbaria Adolescent Girls Club established on 1st January 2017 and located in Banshbaria village under Keshabpur Upazila of Jashore district. This club has 25 members from its inception and participating in all the project activities arranged for the members. This club is committed to the project goal and working for the ground to prevent early marriage in the locality. In this regard, they planned to help the poor students by monetarily to continue their study. They observed that the parents failed to expend the study costs and married off their daughter. Thus, they made the decision in the club meeting on 9th December 2017. In the meantime, they got information of Tripti Das who was facing monetary crisis on academic study purpose. She was an active member of this club and after stepping in 18 years she left the club as per club policy. Tripti has passed in the HSC in October, 2017 and her father was not agreeing to let her for higher education. The club executive members then met her father (mother died) to discuss about the situation. Her father Kalikumar Das stated his financial inefficiency. He also added that it will be total loss if he expend money for her daughter as Tripti will be married and never be an income source for them. The project staff and the girls' club member expressed their sympathy for the monetary problem and added that Tripti can be an earning member for her parents if she is educated well. The project staff is a female herself and presented themselves her story who is earning for her parents till date. The club members also assured to donate BDT 500.00 (five hundreds only) for Tripti's education. They managed the money from the 25 members of the club voluntarily. This endeavor of the club has convinced Tripti's father to finance for his daughter. Now, the club plans to save some amount monthly in a general fund and search for the help seeker to continue his/her study. The club thanked the project for its activities which succeeded to form a platform of the same minded in their village.

স্বাবলম্বী হওয়ার পথে গৃহিণী কাজলের দৃঢ় পদক্ষেপ

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা কাজল দাস (বয়স ২৮ বছর) একজন গৃহিণী। তার স্বামী স্বপন দাস পেশায় একজন জুতা মেরামতকারী। তাদের দুই সন্তান সীমান্ত দাস (চতুর্থ শ্রেণি) এবং সাথী দাস এর বয়স যথাক্রমে আট ও চার বছর। চার সদস্যবিশিষ্ট এই পরিবার কোনরকমে দিনাতিপাত করে। স্বপন দাসের দৈনিক রোজগার নির্ধারিত নয় এবং তাই তার পক্ষে দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। সেই প্রেক্ষাপটে তার পরিবারকে সহায়তা করার জন্য কাজল দাস গরু পালন করা শুরু করে। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করায় এই উদ্যোগ হতে লাভ বের করে আনা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবু তার পরিবারে স্বচ্ছলতা আনতে সে হাল ছাড়েনি। জীবনের এই পর্যায়ে তিনি তার গ্রামের কিশোরী ক্লাবের সদস্য মারফত প্রকল্প কর্তৃক আয়োজনকৃত উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ -এর খবর পান। তিনি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সুযোগ হিসেবে প্রশিক্ষণটি (১৯ আগস্ট হতে ২৩ আগস্ট ২০১৭খ্রিঃ) গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি সঞ্চালনা করেন মাইডাস (Micro Industrials Development Assistance and Services) এর প্রশিক্ষকবৃন্দ এবং এতে ব্যবসার উদ্যোগ গ্রহণ, উদ্যোক্তা, ব্যবসার ধরন ও প্রকার, উদ্যোক্তার গুণাবলী, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গরু পালনের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ তাকে পুনরায় সুসংগঠিতভাবে নতুন উদ্যোমে এই উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করে। জুন ২০১৭ খ্রিঃ এ তার একটি ষাঁড় কেনা (ছেচল্লিশ হাজার টাকায়) ছিল এবং এই প্রশিক্ষণ মোতাবেক পরিকল্পনা করে তিনি গরুটি পালন করেন। নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ, সতর্কতা ও রোগ ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করে তিনি গরুটি ব্যাপক লাভে আটাত্তর হাজার টাকায় বিক্রি করেন। তিনি এই অর্থ তার পরিবারের কাজে ব্যয় করেন এবং তার এই ইতিবাচক অভিজ্ঞতার দরুণ তিনি একটি ষাঁড় ক্রয় (বাইশ হাজার টাকায়) করেন। এই প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সহযোগিতার জন্য তিনি প্রকল্পের নিকট কৃতজ্ঞ এবং বাল্য বিবাহমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য তিনি কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

Housewife Kajol started Entrepreneurship at her house

Kajol Das aged 28, is a housewife of Banshbaria village of Keshabpur Upazila under Jashore district. Her husband Swapon Das is a cobbler and their two children are Simanta Das (reads in class four) and Sathi Das are eight and four years old respectively. They were leading a life from hand to mouth. Daily income (not fixed) of Swapon was not enough to meet the necessity of the family. Under this circumstance Kajol used to bull rearing to help her family financially. But it was really tough to her to measure the profit of her enterprise. She was very eager to make some solvency for her family. In the meantime, she heard about the Training on Entrepreneurship by Her Choice project. She became optimistic enough to take a chance through the training for better livelihood option. She received the 5-day-long training (19th August to 23rd August, 2017). The training was facilitated by the officers of MIDAS (Micro Industrials Development Assistance and Services) on enterprise & entrepreneur, business, types of business, framework and components of business, qualities of entrepreneur, marketing, etc. She was rearing bull in the past and the training made her confident enough to start it again in a more organized way. As she had a bull bought by BDT 46,000.00 on June 2017 and tried to maintain all the necessary requirements to fulfill her target. Nutrition on a regular basis, and precaution & treatment in her rearing process made her profit in a large amount (sold on BDT 78,000.00). And the experience made her enthusiast to buy a cow on BDT 22,000.00 and making her effort to bring solvency in her family. The profit she made is used in the family purposes and she is confident that the project made her enterprise to go smoothly. She thanked the project and committed to make a society from Child Marriage.

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হওয়ার পথে অবিচল যুব নারী দিপা দাস

বাইশ বছর বয়সী যুব নারী দিপা দাস যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা বিনয় দাস (বয়স ছেচল্লিশ বছর) ও পূর্ণিমা দাস (বয়স চল্লিশ বছর) এর জ্যেষ্ট সন্তান। তার পিতা একজন কারিগর (মাসিক গড়ে রোজগার চার হাজার টাকা) এবং মা একজন গৃহিণী। দিপা সম্মান তৃতীয় বর্ষে, তার এক ভাই কৃষ্ণ কুমার জুতা মেরামতকারী (মাসিক গড় রোজগার ১২০০.০০ টাকা) এবং ছোট ভাই তাপস কুমার এসএসসি পরিক্ষার্থী। তার বাবা ও ভাইয়ের রোজগারে তাদের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা মিটত না। দিপা তার ব্যক্তিগত খরচ নিজেই সংস্থান করতে চেষ্টা করত। সে প্রচলিত পদ্ধতি মেনে হাঁস ও মুরগি পালন করতো। সে তার এই রোজগারের অর্থের কিছু পরিমাণ পরিবারের জন্য বরাদ্দ করার কথা ভাবত কিন্তু পরিমাণ স্বল্প হওয়ায় সে পেরে ওঠেনি। জীবনের এই পর্যায়ে তিনি তার গ্রামের কিশোরী ক্লাবের সদস্য মারফত প্রকল্প কর্তৃক আয়োজনকৃত উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ -এর খবর পান। তিনি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সুযোগ হিসেবে প্রশিক্ষণটি (১৯ আগস্ট হতে ২৩ আগস্ট ২০১৭খ্রিঃ) গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি সঞ্চালনা করেন মাইডাস (Micro Industrials Development Assistance and Services) এর প্রশিক্ষকবৃন্দ এবং এতে ব্যবসার উদ্যোগ গ্রহণ, উদ্যোক্তা, ব্যবসার ধরন ও প্রকার, উদ্যোক্তার গুণাবলী, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণটি তাকে নতুন উদ্যোমে মুরগি পালনের জন্য আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। সে বসতবাড়িতে তার নিজ অর্থায়নে হাঁস পালন শুরু করে এবং এ কাজে তার পরিকল্পনা বাড়ির সদস্যদের সামনে তুলে ধরে সকলের সহযোগিতা কামনা করে। সে তার পরিকল্পনা মত তার মুরগিগুলোর খাদ্য ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করে। এই প্রক্রিয়ায় সে তার উদ্যোগ একটি লাভজনক কার্যক্রমে পরিণত করে এবং এর মাধ্যমে সে পরিবারের পুষ্টি চাহিদাও নিশ্চিত করে। এই রোজগার হতে তার নিজের পড়াশোনা ও অন্যান্য খরচ এবং সেই সাথে পরিবারকেও কিছু পরিমাণ দিতে পারছে। এবারই প্রথম সে তার রোজগার হতে কিছু অর্থ ব্যাংকে সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখতে পারছে। এখন সে তাদের গ্রামে একটি মুরগির খামার দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতার জন্য সে প্রকল্পের নিকট কৃতজ্ঞ এবং বাল্য বিবাহমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য সে কাজ করার অঙ্গীকার করে।

Youth Dipa eyeing to be an entrepreneur

Dipa Das aged 22 years, a daughter of Binoy Das (46 years) and Purnima Das (40 years) lives in Banshbaria village of Keshabpur Upazila under Jashore district. She is the eldest of the siblings and her two brothers Krishna Kumar Das is a shoe mender and the younger one Taposh Kumar is a SSC (Secondary School Certificate) applicant. The five members family was depended on Binoy (Handicraftsman and earn monthly BDT 4,000.00 on an average) and Krishna (earns monthly BDT 1,200.00 on an average) and the total amount was insufficient to maintain the family expenditure. Dipa is studying in Bachelor 3rd year and she manages her cost by herself. She usually used to rear hen and duck in the traditional method and the income was used to maintain expenditure of her own. She wished to share a portion from it but failed as the amount was inappropriate for her. In this circumstance of her life she got the information of Training on Entrepreneurship by the project. She became optimistic enough to take a chance through the training to better her income sources. She received the 5-day-long training (19th August to 23rd August, 2017). The training was facilitated by the officers of MIDAS (Micro Industrials Development Assistance and Services) on enterprise & entrepreneur, business, types of business, framework and components of business, qualities of entrepreneur, marketing, etc. The training made her confident enough to start her enterprise (rearing of hen) in a more organized way in her homestead. She invested in hen rearing from her own sources and shared her planning with her family members and begged cooperation only. She took care of her hens and provided proper feed and treatment as an investment. Her labor made the enterprise a profitable one and she managed nutrition for her family also. From the income she maintains her personal & study cost and also provided a little amount to her family. At the same time she also started saving against her name in the bank. Now, she is optimistic and eyeing for starting a hen farm in her village. She is thankful to the project and committed to make a society free from Child Marriage.

আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথে কাজ করছে বাল্য বিবাহের শিকার তানিয়া

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের বিশ বছর বয়সী যুব নারী তানিয়া খাতুন বাল্য বিবাহের শিকার। তার পিতা মোঃ মশিয়ার রহমান একজন দিনমজুর এবং মাতা মোমেনা বেগম একজন গৃহিণী। তার বাবার সামান্য রোজগারে তাদের তিন সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো অনেক ক্ষেত্রেই কষ্টসাধ্য। উল্লেখ্য, তানিয়ার বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তার বাবার সিদ্ধান্তে এপ্রিল ২০১৬ খ্রিঃ বাল্য বিবাহ দেয়া হয় এবং সেই বছরেই তার স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ীর নির্যাতনের মুখে সে তালাক নিতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে স্বামীর বাধার মুখে সে পড়ালেখাও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। তার তালাকপ্রাপ্তির পর সে পুনরায় পড়াশোনা (সম্মান তৃতীয় বর্ষ) শুরু করেছে। সে পুনরায় শিক্ষিত স্বাবলম্বী জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে তার গ্রামেরই কিশোরী ক্লাবের এক সদস্যের নিকট সে প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের (Microsoft Office Application) তথ্য পায়। সে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীর সাথে আলোচনা করে এবং ছয়-মাসব্যাপী এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে। সে সহ ব্যাচটির প্রশিক্ষণ শুরু হয় ১ জুন ২০১৭খ্রিঃ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষায় (৫ জানুয়ারি ২০১৮খ্রিঃ) সে অংশ নেয়। সে বর্তমানে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে। তার পড়াশোনা ও ব্যক্তিগত বিষয়ে অর্থনৈতিক চাহিদার জন্য সে বর্তমানে একটি কম্পিউটার প্রিন্টিং ও ফটোকপি দোকানে একজন কম্পিউটার অপারেটর (খন্ডকালীন) হিসেবে কর্মরত রয়েছে। দোকানটি তার বাড়ি হতে নিকটে এবং এই রোজগারে তার ব্যক্তিগত পড়াশোনার খরচ মেটানো সম্ভব হচ্ছে। সে গড়ে মাসিক ২,৫০০.০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা রোজগার করছে। এই অর্থ তার পরিবারকে সহায়তা করার জন্য যথেষ্ট নয়। সে ঐ বাজারে নিজেই একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনা করছে। তার জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সে প্রকল্পের নিকট কৃতজ্ঞ। সে বাল্য বিবাহমুক্ত সমাজ গঠনে কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

Child Marriage victim Tania fighting to be self-reliant

Tania Khatun aged 20 years, a victim (divorced) of Child Marriage lives in Banshbaria village of Keshabpur Upazila under Jashore district. Her parents are Md. Moshiar Rahman (day laborer in profession) and Momena Begom (housewife). Her father was the sole earner of their family and his little income was not sufficient to lead a comfortable life at their level. It's noted that Tania got married on her parents' choice in April 2016 and got divorced in the same year due to torture by her husband, father-in-law and mother-in-law. She also had to leave her education compelled by her husband. After separation, she again started to continue her study (Bachelor 3rd year). She again started dreaming for an educated self-reliant life. In these circumstances of her life, she got information of vocational computer training on Microsoft Office Application by the project from an adolescent girl member of the Banshbaria Girls' Club. She later talked with the respective staff of the project and showed enthusiasm to participate in the six-month long training program. Tania started the training course from 1st June 2017 and on 5th January 2018 she appeared at the examination of the Bangladesh Technical Education Board under the Ministry of Education. The result has not published yet though she is confident that she performed as per her preparation level. As the training course has ended on December 2017 and she has demand of money for her study & other purposes, she has engaged herself as Computer Operator (Part time) in a shop of Computer Printing & Photocopy. The shop was close to her home and the money she earns use to her study. She earns monthly BDT 2,500.00 on an average. The amount is not enough to help financially to her family. Now, she plans to open her own shop of Computer Training Center in the bazaar. She is grateful to the project for the opportunity of learning computer office application and motivated enough to work for Child Marriage free society.

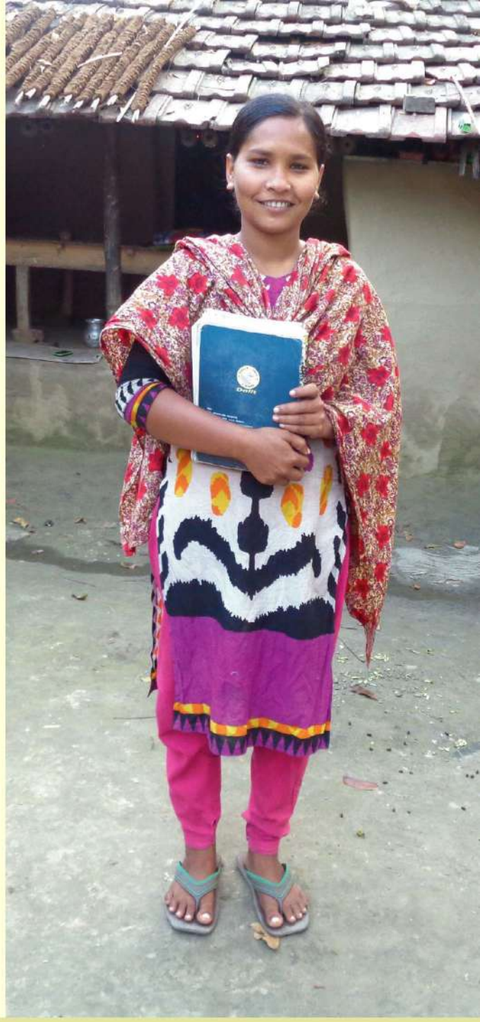

বাল্য বিবাহের শিকার উমা দাসের-মেয়ে সন্তানের বিষয়ে ধারণার ইতিবাচক পরিবর্তন

তেত্রিশ বছর বয়সী উমা দাস যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বুড়িহাটি গ্রামে বাস করেন। ছয় সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে তিনি একজন গৃহিণী। তার স্বামী হরিদাস একজন ভ্যান চালক (গড়ে মাসিক রোজগার ৪০০০.০০ টাকা) এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাদের সন্তান সম্পা দাস (বয়স চৌদ্দ বছর), সুজিত দাস (বয়স বার বছর), চঞ্চল দাস (বয়স আট বছর) যথাক্রমে নবম, ষষ্ঠ ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। তার একমাত্র শাশুড়ি ভানুমতি (বয়স পঞ্চান্ন বছর) তাদের পরিবারে থাকে। ফলে তাদের পরিবারে অভাব লেগেই থাকে। উমা দাস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় বাল্য বিবাহের শিকার হন এবং তার পড়াশোনা তারপর আর এগোয়নি। সে এমন এক সমাজে বাস করে যেখানে বাল্য বিবাহ খুব স্বাভাবিক (অর্থ্যাৎ অপরাধ নয়) একটি ঘটনা এবং তার দুর্দশার জন্য ভাগ্যকে দোষারোপ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ খ্রিঃ সে তার বড় মেয়ে টুম্পা দাসের (তখন বয়স ছিল তের বছর) বিয়ে দেয়। তারা বিশ্বাস করতো- অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয়া মেয়ে ও তাদের পরিবারের জন্য মঙ্গলকর। কিন্তু তারা দেখতে পেল এবারও তাদের পাশে ভাগ্য সদয় নেই। তাদের মেয়ে বাল্য বিবাহের সব নেতিবাচক দিকসমূহের শিকার হয়- দাম্পত্য জীবনে ঝগড়া, পরিবারের চাপ সামলাতে না পারা, অল্পবয়সে গর্ভধারণ, অপুষ্ট সন্তান প্রসব ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে তারা (উমা ও হরিদাস) যথাসাধ্য সহায়তা করেছে। এসব প্রতিকূলতা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো সঙ্গীন করে তোলে এবং বরাবরের মতো তাদের ভাগ্যের উপরই দোষ বর্তানো ছাড়া উপায় থাকে না। জীবনের এই পরিস্থিতিতে, তার মেয়ে সম্পা দাস কিশোরী ক্লাবে যোগদান করে এবং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তার সাথে আলোচনা করতো। এসব তার সামান্যই কাজে আসে এবং তারা সম্পার বিয়ে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে। সম্পা তাদের এই প্রস্তার প্রত্যাখান করে এবং তার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। উমা ও তার স্বামী মেয়ের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও তারা একমত ছিল না। এই সময়ে প্রকল্পের একটি কার্যক্রম সম্পার সামনে আলোকবর্তিকা হয়ে আসে এবং সে তার মা উমাকে orientation program on parental skill development এ অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানায়। উমা প্রশিক্ষণে অংশ (১২ এপ্রিল ২০১৭) নেয় এবং তার মেয়ের আলোচনাকৃত তথ্যগুলো যাচাই করে। একই সাথে তার পরিবারের বাল্য বিবাহ, বয়ঃসন্ধিকাল, নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়ে নিজের প্রশ্ন করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। সে এসব বিষয়ে নিজের জীবনের গল্প মিলিয়ে দেখে এবং বুঝতে পারে মেয়ে বা নারীদের সম্পর্কে তার ধারণা ভুল ছিল। সে অনুধাবন করতে পারল যে, তার মেয়ে সম্পার দেয়া তথ্য সঠিক এবং মেয়েদের মা হিসেবে তার দায়িত্ব অনেক বেশি। সে আরো বুঝতে পারল যে, তার বড় মেয়ে টুম্বার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ভাগ্য নয় বরং তারাই দায়ী। সে এখন মেয়েদের লালন পালন এবং বিয়ের আগে তাদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে সচেতন। তার মতো পিতামাতার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ করায় সে প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞ।

Uma Das is following awareness on parental skill

Uma Das aged 33 years lives in Burihati village under Keshabpur Upazila of Jashore district. She is a homemaker of the six member family. Her husband Horidas is a Van puller (earns monthly BDT 4,000.00 on an average) & he is the only earning member in the family. Their offspring are Sompa Das (aged 14 years), Sujit Das (aged 12), and Chanchal Das (aged 8 years) read in Class IX, Class IV, and Class II respectively. Uma has mother-in-law named vanumati (aged 55 years). The family lives in a condition of poverty. Uma Das is a victim of Child Marriage and failed to continue her study after primary level. She lives in a society where Child Marriage is very common & she blamed her fate only for her sufferings. In this continuation she married off their first daughter Tumpa Das at the age of 13 in 2015. They thought to marry off their daughter in an early age is good for both the daughter & the parents. But they saw again the luck is not in their side. This girl faced all of the negative effects of Child Marriage like both Tumpa & her child is malnourished, not capable to bear the pressure of a family, quarreling in couple life, etc. and her parents provide the supports as much as possible. This problem made their condition more miserable economically and they blamed their fate only. In this circumstance of their life Sompa Das daughter of Uma Das joined in the Girls Club of the project and tried to share the information she learned from the project with her. The information on the negative effects of Child Marriage has helped Uma a little and they tried to marry off Sompa too. But Sompa declined their proposal & adamant to her decision to continue her study. Uma & her husband paid heed to this decision though they were displeased. After that Sompa proposed her mother Uma to join an orientation program on parental skill development of the project. Uma joined the orientation on parental skill development on 12 April 2017 & verified the information & quenched her thirst of information on her family matter like Child Marriage, Adolescence, Girl's Education, Women Empowerment, etc. She discovered the world which she is belong to & then blamed herself for the misconception on girl child. She learned that the information she received from her daughter Sompa has strong background & she need to more conscious on girl child parenting. She discovered that she herself & her elder daughter Tumpa is the victim of Child Marriage and their sufferings are not belong to their luck only but also the result of early marriage. Now, she is concern on the fostering of girl child & determined to give priority to Education & Empowerment before her daughter's marriage. She is thankful to the project to make her aware on fostering of girl child.

ঋতুস্রাবকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিয়ে কিশোরী জ্যোৎস্না দাসের এগিয়ে চলা

একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়ণরত জ্যোৎস্না দাস যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বুড়িহাটি গ্রামের রতন দাস ও বিজারী দাসের বড় সন্তান। তার বয়স সতের বছর এবং সে স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। তার দুই বোন সান্ত্বনা দাস ও মুক্তা দাস যথাক্রমে দশম ও সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত। অত্র এলাকার আর দশটা মেয়ের মত মাসিক/ঋতুস্রাব বিষয়ে তার অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিল এবং সেগুলো সে মেনে চলতো। উদাহরণস্বরূপ, পেটে ব্যথা হলে তা চেপে রাখা, পরিত্যক্ত কাপড় বা ন্যাকরা ব্যবহার, পরিচ্ছন্নতার দিকে গুরুত্ব না দেওয়া, ইত্যাদি। সে মাসিক সংক্রান্ত বিষয়ে লজ্জা বোধ করতো এবং তার মার সাথেও এ নিয়ে আলোচনা করতে চাইতো না। বয়সের এই সন্ধিক্ষণে সে বুড়িহাটি কিশোরী ক্লাবে যোগদান (২০১৬) করে। যোগদানের পর হতে সে সবসময় চেষ্টা করে প্রকল্প কর্তৃক কিশোরীদের জন্য আয়োজিত সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে। এরই ধারাবাহিকতায় সে "মাসিককালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা" বিষয়ক প্রশিক্ষণে (ফেব্রুয়ারি ২০১৭) অংশগ্রহণ করে। এই প্রশিক্ষণে মাসিক বা ঋতুস্রাব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সে তার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তার ব্যক্তিগত অভিমত, সামাজিক বিধিনিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। প্রশিক্ষণ ও আলোচনার ফলস্বরূপ সে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে যে, নারীদের মাসিক একটি প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য নারীর জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ। সে আরো জানতে পারে যে, মাসিকের বিষয়ে কথা বলা কোনভাবেই নিষিদ্ধ হতে পারে না। সে তার এই জ্ঞান প্রথমে তার সহপাঠী ও বন্ধুদের সাথে এবং তার মায়ের সাথেও আলোচনা করে। বর্তমানে সে মাসিককালীন চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে স্বাস্থ্য পরিচর্যা মেনে চলে। একই সাথে কোথাও সুযোগ থাকলে এ বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করে। সে পরিকল্পনা করেছে "মাসিককালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা" বিষয়ে সে জনসচেতনতা তৈরি করবে এবং স্বপ্ন দেখে বাল্যবিবাহ মুক্ত একটি সমাজের। তার সচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরির জন্য প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ করায় সে প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞ।

Joshna Das is dealing menstruation in a hygienic way

Joshna Das aged 17 years (reads in class XI), daughter of Ratan Das & Bijari Das lives in Burihati village under Keshabpur Upazila of Jashore district. Her father is day laborer and mother is a homemaker. She is the eldest daughter and she has two siblings Shantona Das (aged 15 years) & Mukta Das (aged 13 years) and reads in class X and class VII respectively. Like the other girls in the village she had misconception on menstrual hygiene management. During her menstruation she used to be silenced and followed the traditional method faced bellyache, using ragged clothes, keeping herself in unhygienic condition. She just ashamed of the menstruation issues & never shared with her mother also. In this circumstance of her life she joined in the Burihati Girls Club of the project. After joining in the Girls' Club she has been trying to participate actively in the project activities. In this process she attended the Orientation on Menstrual Hygiene Management MHM) arranged on 22nd February 2017. In this orientation she also discussed her personal obstacle & social culture or taboo. From this training she gained knowledge that menstruation is natural & very important in a girl's life for the Earth's future. She also learned that talking on menstruation should not be a taboo in any means. She then discuss the issue with her peer & friends first and then talked with her mother. Now she concern on MHM & follows medical science to deal with the important natural matter. She also enthusiast enough to discuss her knowledge on MHM with others anywhere she gets scope. She plans to carry out her personal endeavor to create awareness on MHM and dreams for a Child Marriage free society. She is thankful to the project for the opportunity to change her life psychology.

কিশোরী রাধার নিজের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বুড়িহাটি গ্রামে একটি যৌথ পরিবারের সদস্য কিশোরী রাধা দাস। তার পিতা মাধব দাস (বয়স ৫৪ বছর) এবং মাতা আশালতা দাস (বয়স ৪৮ বছর)। তাদের আট সদস্যবিশিষ্ট যৌথ পরিবারে তার পিতা এবং তার বড় ভাই দিনমজুর, এক ভাই বেকার, এক ভাই অনার্স এ অধ্যয়ণরত, মা ও তার বৌদি গৃহিণী এবং এক ভাতিজি রয়েছে। রাধা স্থানীয় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত এবং সে বুড়িহাটি কিশোরী ক্লাবের একজন সক্রিয় সদস্য। যোগদানের পর হতে সে সবসময় চেষ্টা করে প্রকল্প কর্তৃক কিশোরীদের জন্য আয়োজিত সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে। ক্লাব ও প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে তার এই অংশগ্রহণের কারণে সে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ করে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সে সচেতনতা অর্জন করেছিল। দারিদ্রতা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, ও অসচেতনতার কারণে তার অভিভাবকগণ প্রায়শই তাকে বাল্যবিবাহের জন্য চাপ দিত। তার পরিবার তাকে বোঝা ভাবত এবং দারিদ্রের কারণে তার বিয়েকেই তারা সমাধান বলে ধরে নিয়েছিল। কিশোরী ক্লাবের একজন সক্রিয় সদস্য হওয়ার কারণে সে বাল্যবিবাহকে কখনই তার পরিবারের মতো সমাধান হিসেবে দেখেনি এবং তার সমস্যার বিষয়টি সে ক্লাবের অন্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করেছিল। তাদের পরামর্শমতো সে তার পড়াশোনাসহ শিক্ষিকা হওয়ার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং বাল্যবিবাহের নেতিবাচক দিক নিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের আলোচনা করে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলো। তার প্রচেষ্টা ব্যাহত হলো। এরই মধ্যে ২ আগস্ট ২০১৭ খ্রিঃ ছেলেপক্ষ তাদের বাড়িতে বিয়ে পাকাপাকি করার জন্য এসে (দুইদিন পর) ৪ আগস্ট গোপনে তার বিয়ের আয়োজন ধার্য করলো। বিষয়টি অবগত হওয়ার পর সে কিশোরী ক্লাবের সভাপতি স্বপ্না দাসকে বিস্তারিত জানালো এবং দুজনে মিলে তার পরিবারকে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য বোঝাতে লাগল। তার পরিবার তার মেয়ের মতামত ও সবদিক বিবেচনায় বিয়ে বন্ধ করার জন্য রাজি হলো এবং ছেলেপক্ষকে বোঝাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। এমতাবস্থায়, সে তার পরিবারসহ পরিকল্পনামতো বিয়ের নির্ধারিত দিনে স্বপ্নার বাড়িতে আত্মগোপন করলো। বরপক্ষ নির্ধারিত সময়ে হাজির হয়ে রাধার পরিবারের কোন হদিস পেল না এবং সঙ্গীসাথীসহ ফিরে গেল। এভাবে রাধা বাল্যবিবাহের ফাঁদ থেকে রক্ষা পেল। এখন তার পরিবার বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকসমূহ সম্পর্কে অবগত এবং রাধাকে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেয়। সে বাল্যবিবাহমুক্ত একটি সমাজের স্বপ্ন দেখে এবং এ বিষয়ে কাজ করে যেতে চায়। বাল্যবিবাহসহ বিভিন্ন বিষয়ে তার সচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরির জন্য প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ করায় সে প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞ।

Fearless Radha prevents her early marriage

Radha Das aged fifteen years is the only daughter (youngest) of Madhob Das (54 years) & Ashalata Das (48 years) living in a joint family in Burihati village under Keshabpur Upazila of Jessore District. She belong to a family of eights members of which her father and elder brother work as day laborer, one brother is unemployed, the immediate elder brother is an Honors' student, her mother & sister-in-law are housewife, and her niece is a one year child. Radha Das is a student of class X studied in a local high school and one of the active members in the Girls' Club of her village. Due to poverty, social insecurity & unawareness of her guardians, she was approached for early marriage frequently by her guardians. They thought her burden & cause of poverty and seemed early marriage a strategy to get rid of that. As an active member of the Girls' Club, she attends & participates in all the meeting & discussion arranged by the club. Through this she gathered knowledge on the disadvantage of early marriage and shared her problem with her fellow members. They encouraged her to have effort to convince her guardians on the issue of early marriage & get her a chance to be a teacher by completing her education. In that circumstances, on 2nd August 2017 one bridegroom-to-be approached on her house and fixed 4th August 2017 the date of marriage secretly. Whenever she informed she talked with Swapna Das, president of the Girls' Club and together they approached her guardians and succeeded to make them convinced. Her guardians tried to abolish the proposed marriage but the guardians of bridegroom-to-be didn't pay heed and arrived in the evening of the fixed date. In the meantime, she including her family hide herself in the house of Swapna Das. The bridegroom & his companions left the spot as failed to trace the family or any information from her neighbor. In this fashion Radha escapes from the demon of early marriage. Now, her family understands the value of education & the demerits of early marriage and encourages her to concentrate in her education to become a teacher to make her dream true. She dreams for a society free from the curse of early marriage & want to raise awareness on that in her locality. Radha is grateful to the Her Choice project and wished to be a part of its successful accomplishment.

কারাতের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন গ্রামের কিশোরীদের

কারাতে মার্শাল আর্টের চীনদেশীয় একটি কসরৎ যা আমাদের দেশে অপ্রচলিত একটি খেলা এবং কেশবপুর উপজেলার গ্রামের কিশোরীদের জন্য একে খেলা হিসেবে নেয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব। এমনকি অত্র উপজেলার কিশোর/পুরুষদের "কারাতে" কে খেলা হিসেবে নিতে দেখা যায় না। সেই আপাত অসাধ্য কাজকেই সকলের সামনে সম্ভব করে পুরস্কৃত হয়েছে ১৮টি গ্রামের দলিত ও প্রান্তিক জনগগোষ্ঠীর ১৮ জন কিশোরী নিয়ে গঠিত হার চয়েস কারাতে টিম। তারা কেউই এই ধরণের অর্জনের কথা পূর্বে ভাবেনি। তারা এমনকি তাদের আনুষ্ঠানিক পড়াশোনার ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজ হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন কিশোরী রয়েছে - বন্দনা, মিতা, তৃপ্তি যারা একাধিকবার বাল্যবিবাহের করাল ছোবল হতে বেঁচে ফিরেছে। এসব কিশোরীদের সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে এবং তারা যখন একটা টিম গঠন করে তখন তা দ্যূতি বিচ্ছুরণ করে। কিশোরী ক্লাব তাদের জন্য সেই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। উপজেলার ১৮টি গ্রামে আঠারোটি কিশোরী ক্লাব (২৫ জন নিয়ে গঠিত) কাজ করে যাচ্ছে। যখন ক্লাবগুলোর সদস্যদের জন্য কারাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সামনে এলো (জুলাই ২০১৭খ্রিঃ), তখন তারা খুবই উচ্ছসিত হয় এবং সকলে আগ্রহ দেখায়। যদিও সংশ্লিষ্ট কিছু অভিভাবক ও গ্রামের কিছু অতিউৎসাহী মানুষ কিশোরীদের এই আগ্রহের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় কিন্তু কিশোরীদের ইচ্ছার সামনে সে বাধা বালির বাঁধের ন্যায় ভেঙ্গে যায়। কারাতে প্রশিক্ষক ও কিশোরীরা প্রস্তুত হলেও প্রশিক্ষণের জন্য জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না এবং অবশেষে প্রকল্প অফিসের ছাদে নিরাপত্তা নিশ্চিত সাপেক্ষে ব্যবস্থা করা হয়। কারাতে প্রশিক্ষণ শুরু হয় অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ তে এবং গড়ে সাত কিলোমিটার দূরত্ব (সর্বো"চ ২০কিমি ও সর্বনিম্ন ৩ কিমি) হতে কিশোরীরা প্রশিক্ষণস্থলে আসে। যাহোক, তাদের উৎসাহ ছিল এবং ফলে আত্মবিশ্বাস ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে কারাতে টিমটি তাদের কারাতে নৈপুন্য দেখানোর সুযোগ পায়। জনসম্মুখে এটা তাদের প্রথম নৈপুন্য প্রদর্শনী। টিম দুটি বিভাগে (প্যারেড ও ডিসপ্লে) অংশগ্রহণ করে এবং শৃঙ্খলার সাথে প্যারেড প্রদর্শন ছাড়াও মৌলিক কারাতে কৌশল, মাথা দিয়ে টাইলস ভাঙ্গা, হাতুড়ি দিয়ে বুকে ইট ভাঙ্গা (পেরেকের কাঠামোর উপর শোয়া) প্রভৃতি নৈপুন্য প্রদর্শন করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব ইসমাত আরা সাদেক, মাননীয় মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, উপজেলা প্রশাসন, বিদ্যালয় এবং সকল স্তরের মানুষ এই নৈপুন্য উপভোগ করে এবং পুনঃপুনঃ করতালি দিয়ে বাহ্‌বা দিতে থাকে। কারাতে টিম ডিসপ্লেতে প্রথম এবং প্যারেডে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই অভাবিত অর্জনে তারা খুব উচ্ছ্বসিত। তারা জাতীয় পর্যায়ের কারাতে প্রতিযোগিতাকে লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন এর সদস্যপদ নিবন্ধনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। টিমের কিশোরী ও তাদের অভিভাবকরা এই অর্জনে খুব খুশি এবং প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

A team of village girls is flying on Karate

Karate is a Chinese form of martial art which is unconventional in Bangladesh and for the village girls of Keshabpur it was thought just impossible. Even the boys of the Upazila were not seen to take Karate as sport and had practice on it. And the eighteen village girls (each from 18 Girls' Club) of the dalit and marginalized community of the project area have made the impossible matter possible in a heroic manner. These girls never thought of making such attempt in their life. They face challenges even in receiving their formal education by their guardians and the society. There are some girls (Bondona, Mita, Tripti, a long list) who even skipped to be victimized by CM several times. These adolescent girls have many latent dreams and those get ways to be expressed when they are in a group. The Girls' Clubs had opened the opportunity for them. Eighteen Girls' Clubs (25 members) have been formed (August, 2016) in their villages by the adolescent girls. When the opportunity of karate learning had knocked the door (July, 2017) of the girls, they are overwhelmed and showed eagerness to take part. But the guardians and the community people stood against the will of the girls and the wall collapsed in front of their willpower. Coach and the girls were ready but place of coaching not managed and lastly the rooftop of the project office is arranged. The coaching started on 1st October and the girls have been coming in the coaching place from an average distance of seven km (highest 20 km and lowest 3 km). However, the team was enthusiast and their confidence was increasing. In the meantime the team had got an opportunity to display their karate skill in the eve of National Victory Day 2017 (16th December) at Upazila level. This was their first performance in a public gathering. The team participated in the two categories (parade and display) and showed their skill in basic karate forms, breaking of tile board by head, breaking of brick upon chest by hammer (lied on nail board and another one hammered), etc. The chief guest Ismat Ara Sadique, honorable minister of state, Ministry of Public Administration, Upazila administration, Schools, other institutions and general people have observed and commended repeatedly. The team has stood first and third in the display and parade category respectively. The team and the project staff just amazed on these achievements. The team is eyeing for national level karate competition and team's registration for membership in Bangladesh Karate Federation is under process. The girls and their guardians are grateful to the project and wished to continue their full support and involvement in all the project activities.

নিজের বিয়ে রুখে দিল বাঁশবাড়িয়া গ্রামের কিশোরী কেয়া

১৭ বছর বয়সী কিশোরী কেয়া যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা আব্বাস গাজী ও রাফিজা বেগমের জ্যেষ্ট সন্তান। চার সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে তার পিতাই একমাত্র উপার্জনকারী ও মাতা গৃহিণী এবং ছোট বোন চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত। দারিদ্র্য, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, এবং অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে সে এই বয়সেই প্রায়শই বাল্যবিবাহের প্রস্তাব পেয়েছে। তার পরিবারের সদস্যরা তাকে বোঝা ও দারিদ্র্যতার কারণ ভেবে তার বিয়ে দিয়ে এর প্রতিকার করতে চায়। গ্রামের কিশোরী ক্লাবের সদস্য হওয়ার সুবাদে ক্লাব ও প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত সকল সভা, দিবস উদযাপন, শোভাযাত্রা, এবং আলোচনায় সে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। এ সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের নেতিবাচক দিকসমূহ সম্পর্কে সে সম্যকভাবে অবগত হয়েছিল এবং তার সমবয়সীদের সাথে সে নিয়মিত এ বিষয়ে আলোচনা করতো। বন্ধুরা তার পিতামাতাকে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সাধ্যমত বুঝিয়ে তার শিক্ষক হওয়ার সাধ পূরণের পরামর্শ দিয়েছিল। এরই মধ্যে মার্চ ২০১৭খ্রিঃ ছেলেপক্ষ তার অভিভাবকের সাথে গোপনে তার অমতে তার বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলে। সে যখন তা জানতে পারে সাথে সাথে কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের জানায় এবং একত্রে তার বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের অভিভাবকদের বিয়ে বন্ধের আবেদন জানায়। অভিভাবকরা তাদের বিয়ে বন্ধের আশ্বাস দেয় এবং তারা এতে খুশি হয়। কেয়ার অভিভাবক তাদের মতো করে বিয়ের আয়োজন করতে থাকে এবং সে এই তথ্য জানতে পারে। এই অবস্থায় তার করণীয় ঠিক করতে সে তার ক্লাবের সদস্য এবং ঢাকা নিবাসী এক খালার সাথে আলোচনা করে। অবশেষে ঢাকা নিবাসী সেই খালার বাসায় বিয়ের আগেই পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সংশ্লিষ্ট কিশোরী ক্লাবের সদস্য তৃপ্তি দাসের সহায়তায় সে বিয়ের নির্ধারিত তারিখের দুইদিন পূর্বে ঢাকায় তার খালার বাসায় আশ্রয় নেয় এবং বাড়িতে সেই তথ্য গোপন করে। কেয়ার অভিভাবকগণ তার সন্ধান না পেয়ে তার বিয়ে বাতিল করতে বাধ্য হয়। তার সাথে যোগাযোগ করার পর অভিভাবকগণ পরিস্থিতি বুঝতে পারে এবং কেয়াকে ১৮ (আঠারো) বছরের পূর্বে এবং তার অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে দিবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। বর্তমানে কেয়া তার পড়ালেখা পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে এবং সে তার শিক্ষা শেষ করে সরকারি চাকুরীতে যোগদান করতে ইচ্ছুক। সে বাল্যবিবাহমুক্ত একটি সমাজের স্বপ্ন দেখে এবং সেজন্য এই প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে চায়। কেয়া খাতুন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে।

Village teenager Keya stops her early marriage

Keya Khatun aged 17 years is a daughter of Md. Abbas Gazi (39 years) and Rafiza Begom (35 years) lives in Banshbaria, Sagordari union under Keshabpur Upazila of Jashore district. She belong to a family of four members in which her father (landless day laborer) is the only earning source whereas her mother is a housewife and she & her younger sister read in class ten and class four respectively. Due to poverty, social insecurity & unawareness of her guardians, she was approached for early marriage frequently by her guardians. Her family members thought her burden & cause of poverty and seemed early marriage a tactic to get rid of it. As an active member of the Girls' Club, she attends & participates in all the meeting, day observation, rally & discussion arranged by the club/the project. Through this kind of activity she gathered knowledge on the disadvantage of early marriage and shared her problem with her fellow classmates. They encouraged her to have effort to convince her guardians on the issue of early marriage & get her a chance to be a teacher by completing her education. In that situation, in March 2017 one bridegroom-to-be approached on her guardians and fixed a date of next week for the marriage ceremony secretly. Whenever she got information she talked with the key person of the Girls' Club and together they approached her guardians to cancel the marriage proposal and seemed it's a success. But the guardians were in their way of the marriage and Keya got the intelligence of their covert plan. She discussed on the issue with her fellow members of the club and by cell phone shared with her aunt (30 years) who lives in Dhaka. They had a plan to run away from her village for her aunt's house in Dhaka. With the help of Tripti Das (member of the Girls' Club) she fled away to her aunt. On her absent the guardians tried but failed to trace her and thus the proposal of marriage is cancelled. When the guardians managed to trace her, they committed to her that before 18 years of age and without prior approval her marriage will not be fixed. Now she is continuing her education with the full support of her family & hopeful to get a job in Government sector in completion of her study. She dreams for a society free from child marriage and want to continue her participation in all activities to prevent child marriage in the locality. Keya Khatun is grateful to the project for its' initiative of youth awareness against child marriage in the locality wherein the issue is a curse.

গৃহিণী রাজুবালা দাস উন্নত জীবিকার সন্ধানে আত্মবিশ্বাসী

গৃহিণী রাজুবালা দাস (বয়স ৩৯ বছর) যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার কাশিমপুর গ্রামে সপরিবারে বাস করেন। তার স্বামীর নাম কার্তিক দাস এবং সে একজন দিনমজুর। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে তার স্বামী ও বড় সন্তান (পেশায় একজন নাপিত/ ক্ষৌরকার) উপার্জনকারী এবং তার দুই মেয়ে যথাক্রমে একাদশ ও তৃতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত। যদিও রাজুবালা দাস লেখাপড়ায় প্রাথমিকের গন্ডি পেরোতে পারেননি কিন্তু তিনি তার পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। তিনি নিজ উদ্যোগে তার বসতবাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ করতেন এবং ভাল ফলনের জন্য চেষ্টা চালাতেন কিন্তু খুব সামান্য সময়ই সাফল্যের দেখা পেতেন। তিনি হতাশ হলেও তার পরিবারের দারিদ্র্য কমিয়ে আনতে তিনি কিছু করতে চাইতেন। প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী হিসেবে তার গ্রামের কিশোরী ক্লাবে আয়োজিত স্টাডি সেশনে তিনি নিয়মিত অংশ নিতেন এবং সেপ্টেম্বর, ২০১৭খ্রিঃ এর এমনই একটি সেশনে তিনি "বসতবাড়িতে সবজি চাষ" প্রশিক্ষণের বিষয়টি জানতে পারেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সঞ্চালনে অনুষ্ঠিত একদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে (১৫ অক্টোবর, ২০১৭) তিনি অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি উন্নত প্রজাতির লাউ, পেঁপে, পালংশাক, এবং মূলা বীজ উপকরণ হিসেবে প্রকল্প থেকে পান। তারপর তিনি তার বসতভিটার আঙ্গিনায় (২শতক) প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের বিবেচনায় শাক-সবজি চাষ করেন এবং অল্প কয়েকদিনেই ভাল ফলনের চিহ্নসমূহ দেখতে পান। তিনি এই চাষকৃত শাক-সবজি হতে তার পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নিয়মিতভাবে তার পরিবারকে অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছেন। ডিসেম্বর, ২০১৭খ্রিঃ তিনি তার এই অর্থ থেকে ১,৪০০.০০ টাকা দিয়ে একটি ছাগী কিনেন। তিনি আশাবাদী যে, তার বাগান হতে তিনি আরো পুষ্টির যোগান ও আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবেন। তিনি এই অর্থ তার মেয়ের পড়ালেখায় বিনিয়োগ করতে চান। তার জীবনে এই ধরনের সুযোগ তৈরির জন্য তিনি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

Housewife Rajubala is confident of better livelihood

Rajubala Das (39 years) is the wife of Kartik Das (46 years) lives in Kashimpur village under Keshabpur Upazila of Jashore district. She has a family of five members in which her husband & elder son is the earning sources. Their occupation is day laborer and barber, and they also have some crop cultivation (22 decimal) on leased land. Her two daughter reads in class eleven and class three respectively. Though Rajubala Das is an illiterate housewife she tried her best to keep supporting her family in the bad days. She cultivated vegetable in her homestead and tried her best for good production but her effort succeeded in a little margin. She felt hopeless but was eager to do something important to reduce the poverty of her family. As a beneficiary of the project, she regularly attends the study session arranged in the Girls' Club and in a session of September, 2017 she got the information of training on "Vegetable Cultivation on Homestead". With the other participants she received the day-long training (15.10.2017) facilitated by Upazila Agriculture Officer, Keshabpur Upazila, Jashore. She also received the good quality seeds of gourd, papaya, spinach, and radish after the training had completed. After that in an enthusiastic manner she started to cultivate the crops in her homestead (two decimals) and in a few days she presumed better production. The usage of the vegetables for nutritional purposes by her family is ongoing and she also supports the family from selling her vegetable in regular basis. By selling she managed to save BDT 1,000.00 (one thousand only) and arranging another BDT 400.00 she bought a she-goat on BDT 1,400.00 on the first week of December, 2017. Now she is eyeing for some handsome money from the existing vegetable garden and happy enough to meet the nutrition demand of her family. She plans to earn from homestead cultivation and goat rearing and want to invest the money in the educational purposes for her two girls. Rajubala is thankful to the project for the support that has made the opportunity to be self-employed.

নিজের চেষ্টায় কিশোরী হালিমার বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সুজাপুর গ্রামে হালিমা বিশ্বাস (বয়স ১৬ বছর) তার পিতা-মাতার সাথে বাস করে। সে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত। ছয় সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে দারিদ্র্যতা তাদের নিত্যসঙ্গী। তার পিতা বারিক বিশ্বাস একজন ছোলা বিক্রেতা এবং মাতা ফরিদা বেগম একজন গৃহিণী। তার অন্য দুই বোন ও এক ভাই স্থানীয় বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত। তার পিতা-মাতা বাল্যবিয়ের নেতিবাচক দিকসমূহ সম্পর্কে কখনো বিবেচনায় আনতো না এবং মেয়েদের বিয়ে দিতে পারাকে সঠিক দায়িত্ব বলে ভাবতো। এবং এতেই তার মেয়ে খেয়ে-পড়ে ভালভাবে থাকতে পারবে বলে জানতো। কিন্তু তাদের মেয়ে সুজাপুর কিশোরী ক্লাবের সদস্য হওয়ার সুবাদে সে বাল্যবিবাহের নেতিবাচক দিকসম্পর্কে অবগত ছিল এবং সমাজের বাস্তব চিত্রে সেগুলোর বস্তুনিষ্ঠতা খুঁজে পেত। এমন সময়ে তার পিতা তার দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে হালিমার বিয়ে ঠিক করেন (নভেম্বর, ২০১৬) তার ভাইয়ের ছেলের সাথে যার কিনা পূর্বের একটি সংসার (স্ত্রী ও দুই সন্তান বর্তমান) রয়েছে। হালিমা ও তার মা এই বিয়েতে রাজি না, সেটা বারিক বিশ্বাসকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তার পিতা তার সিদ্ধান্তে অটল। ইতোমধ্যে যখন হালিমার মা আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল সেই সময় গোপনে তার বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে তার পিতা। হালিমা সেটা জানতে পেরে একা ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু কিশোরী ক্লাবে তার অংশগ্রহণ তাকে আত্মবিশ্বাস এনে দেয়। সে তার ক্লাবের সদস্যদের সহায়তায় প্রকল্প স্টাফদের এ বিষয়ে অবগত করে সহায়তা কামনা করে। সে তার মাকেও বিষয়টি অবহিত করে। তার মা তৎক্ষণাৎ বাড়িতে চলে আসে। সংশ্লিষ্ট ক্লাব সদস্যরা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মীকে নিয়ে তার বাড়িতে হাজির হন এবং তার পরিবারকে বাল্যবিবাহের নেতিবাচক দিক, সংশ্লিষ্ট আইন এবং প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের বিষয়গুলো বোঝাতে চেষ্টা করেন। তারা বাবা এসময় কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং বিয়েটি বাতিল করতে বাধ্য হয়। বর্তমানে সে তার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। তার জীবনে এই ধরনের সুযোগ তৈরির জন্য সে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

Halima Stops her early marriage

Halima is a quiet girl, 16 years of age, student of class X (ten) of Keshabpur Pilot High School. Who is also a member of the Girls Club, supported by Her Choice Project at Sujapur village of Keshabpur Sadar Union under Keshabpur Upazila. She lives with her parents in the same village. Her Father Barik Biswash is a street hawker who sells chickpea and her mother Farida Begum is a housewife. Halima is a name of winner who fought against Early Marriage in her personal life and able to prevent her dropout from the school. As a Girls Club member, she learned the laws of Marriage and the penalty of Early Marriage. So she was able to apply her knowledge to prevent her early marriage with the help of Union Facilitator of Her Choice Project. Halima is 2nd child of her parents out of four, three sisters and one brother. Halima has an elder sister Khadiza Khatun - who married at the age of 15 in 2012. Her parents thought if they gave marriage their daughter, she might be relieved a little from their unbearable poverty, because Barik Biswash and his wife were unknown about the consequences of early marriage. So Barik Biswash set Halima's marriage in November 2016 with her own cousin who is 40 years of age and already married & leading a conjugal life having two children. Because her father agreed to such proposal only for hoping that their girl would eat well and live well in a better economic condition. As Club member of Her Choice Project at Sujapur village, Halima came to know the demerits as well as the consequences of early marriage (before 18 years of age) and disagreed to marry at the age of 16 years. Halima tried to convince her parents by telling the bad outcome what she learned from club meetings of Her Choice Project. Her mother understood because she has been facing the punishment by herself and agreed not to marry her daughter before 18 years of age. But her father stood same of his decision and continued all arrangements of Halima's marriage ceremony without concerning Halima's mother while she stayed at another village. So no one was there for trying to stop the ceremony. Halima enlightened from the Club of "Her Choice". She had goodwill and confident herself to continue her study. She informed about the situation to the union facilitator of Her Choice Project, by cell phone. Nasima Khatun contacted her mother, Farida Begum, and went together to the spot and stopped the ceremony. Halima is very happy now and has attending school regularly to continue her study hard. She wants to stand on her own feet and make her own choices. She is dreaming to make society a better place for women. Halima is thankful to the project for the support that helped to stop her early marriage.

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করে সুবর্ণা দাস তার স্বপ্নের পথে

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার কোমরপোল গ্রামে সুবর্ণা দাস (বয়স ১৫ বছর) তার পিতা-মাতার সাথে বাস করে। সে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে দারিদ্র্যতা তাদের নিত্যসঙ্গী। তার পিতা স্বাধীন দাস একজন দিনমজুর এবং মাতা রুপালী দাস একজন গৃহিণী। তার অন্য এক বোন ও এক ভাই স্থানীয় বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত। তার পিতা-মাতা বাল্যবিয়ের নেতিবাচক দিকসমূহ সম্পর্কে কখনো বিবেচনায় আনতো না এবং মেয়েদের বিয়ে দিতে পারাকে সঠিক দায়িত্ব বলে ভাবতো। এবং এতেই তার মেয়ে খেয়ে-পড়ে ভালভাবে থাকতে পারবে বলে জানতো। কিন্তু তাদের মেয়ে কোমরপোল কিশোরী ক্লাবের সদস্য হওয়ার সুবাদে সে বাল্যবিবাহের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে অবগত ছিল এবং সমাজের বাস্তব চিত্রে সেগুলোর বস্তুনিষ্ঠতা খুঁজে পেত। এমন সময়ে একজন ঘটক তার বাড়িতে বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আসে। তার বাবা-মা বিয়েতে রাজি (নভেম্বর, ২০১৬) হয়ে যায়। তাদের রাজির কারণ ছিল- সুবর্ণা দাস তার বিদ্যালয় যাওয়ার পথে প্রায়ই ইভ টিজিং-এর শিকার হতো। তারা আর একটি সংস্কার ধারণ করতো যে ১৮-২০ বছর পেরিয়ে গেলে মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্য হারিয়ে যায় এবং তখন মেয়েদের বিয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। সে তার বাবা-মা ও অভিভাবকদের এই বিয়ে বন্ধ করতে যথাসাধ্য বোঝাতে চেষ্টা করে কিন্তু বিয়ে বন্ধে ব্যর্থ হয়। তখন সে সাফ জানিয়ে দেয় যে, সে কোনমতেই এই বিয়ে করবে না। তার একগুঁয়েমিতে তারা আপাতদৃষ্টিতে বিয়ে বন্ধের ঘোষণা দেন কিন্তু গোপনে তার মামার বাড়িতে বিয়ের ব্যবস্থা করতে থাকেন। গোপন বিষয়টি উদঘাটন করে সে তার ক্লাব সদস্য ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মী বিষয়টি অবগত করেন। সংশ্লিষ্ট ক্লাব সদস্যরা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মীকে নিয়ে তার বাড়িতে হাজির হন এবং তার পরিবারকে বাল্যবিবাহের নেতিবাচক দিক, সংশ্লিষ্ট আইন এবং প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের বিষয়গুলো বোঝাতে চেষ্টা করেন। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মী তার নিজের বাল্যবিয়ে সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বাল্যবিয়ে না করে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এখন সংসার চালাচ্ছেন। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় সুবর্ণার পরিবার বিয়ে বন্ধ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, তারা সুবর্ণাকে তার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দিবেন না। বর্তমানে সে তার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। তার জীবনে এই ধরনের সুযোগ তৈরির জন্য তিনি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

Stopping her early marriage Subarna Das on her dreamy way

Suborna Das is a member of Girls Club of Komorpol under Satbaria union in Keshabpur upazila of Jashore District. She is the eldest daughter of Shadhin Das and Rupali Das among their three children. She is a student of class 10 at Komorpol Girls Secondary School. She dreams of higher study and become a teacher. But all of her dreams were almost going to crash a couple of months ago if she were not determined on her decision of not marrying early. A couple of months ago a matchmaker came to her house with a marriage proposal. Her parents agreed at this proposal because they were concerned about her safety as Suborna was bullied by eve teasers on the way of the school. Besides, there is a prejudice remains in the community is that the prettiness of girls disappear after 18-20 and after that age no one will agree to marry the girl. For these reason the member of Suborna's family agreed to arrange (November, 2016) her marriage. But Suborna remains adamant and protest against the decision. She asked her grandparents and the neighbors to aware her parents about the consequences of early marriage what she has learned from club meeting at adolescent club house of Her Choice Project. Suborna's grandparents inconsistently tried to convince her about how her beauty will disappear. But she stayed rigid on her decision. Her family members realize that she would not agree to get marriage by her will. So they arranged the marriage ceremony secretly at the home of her maternal uncle and invited her to come with them for visiting her uncle's house. Intellectually, Suborna got the real message and informed the union facilitator of Her Choice Project and asked for emergency help. The union facilitator went to her house and told them about the bad consequences of early marriage with real life example and also told them about the law and police enforcement for early marriage. This time her parents realize what mistake they were going to do and were ashamed by themselves. They thanked Her Choice Project for opening their eyes and promised to help the project by spreading the awareness among the community. Suborna did not become a victim of child marriage instead of becoming a role model by standing against the decision what was forced on her and establishing her own decision. Many Suborna and their family will enlighten by the inspiration of this role model and her exercise.

বিচক্ষণতার সাথে পলি খাতুনের ইভটিজিং প্রতিরোধ

মোঃ আব্দুর সাত্তার এবং শাহানারা বেগম এর কিশোরী কন্যা পলি খাতুন। তাদের বসবাস যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বুড়িহাটি গ্রামে। তার বয়স ১৭ বছর এবং সে একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত। তার পিতা একজন দিনমজুর এবং মাতা একজন গৃহিণী। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে দারিদ্র্যতা তাদের নিত্যসঙ্গী। তার অন্য এক বোন ও এক ভাই স্থানীয় বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত। সে স্বপ্ন দেখে পড়ালেখা শেষ করে তাদের নিজের কর্মসংস্থান করবে। তার পরিবার তাঁর এই স্বপ্নে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু পাশের গ্রামের বাচ্চু সরদার নামক যুবকের ইভ টিজিং এর কারণে তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। বাচ্চু প্রায়ই কলেজ যাওয়ার রাস্তায় তাকে উত্যক্ত করতো এবং বারবার মানা করা সত্বেও তাকে প্রেম নিবেদন করতো। তার বাবা-মা বিষয়টি নিয়ে শংকিত হয়ে সাময়িক সময়ের জন্য তার কলেজ ও কোচিং যাতায়াত বন্ধ (নভেম্বর, ২০১৬) করে দেয়। পলি খাতুন সেই গ্রামের কিশোরী ক্লাবের একজন সক্রিয় সদস্য। কিশোরী ক্লাব ও প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের কারণে সে তার অধিকার ও ইভ টিজিং আইন বিষয়ে সচেতন ছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সে বিষয়গুলো নিয়ে তার ক্লাব সদস্য মিলে পরিবারকে বোঝানোর চেষ্টা করে। তারা এ বিষয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ আইনের আশ্রয় গ্রহণের সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। গ্রামের কিশোরীদের এই আলোচনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে তার পিতা-মাতা উক্ত ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বর মজিবর রহমানের সাথে বিষয়টি খুলে বলে বিষয়টির সুরাহা দাবি করেন। তারা পরবর্তী দিনে ওয়ার্ড মেম্বরসহ বাচ্চুর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তার পিতা-মাতাসহ অভিভাবকদের বিষয়টি খুলে বলেন এবং এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে আইনের আশ্রয়ের হুমকি দেন। বাচ্চুর মাতা-পিতা বিষয়টি বুঝতে পেরে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সকলের নিকট তাদের সন্তানের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এরপর পলির কলেজে ও কোচিং যাওয়ার পথে কোন বাধা রইল না। বর্তমানে সে তার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। তার জীবনে এই ধরনের সুযোগ তৈরির জন্য তিনি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে।

Intelligent Poly Khatun prevents eve teasing

Poly Khatun is an adolescent girl who is a member of adolescent girls club of Burihati girls club under Sagordari union of Keshabpur upazila. She is 17 years of age. Now, she is studying at class 11 at Keshabpur College. Her father's name is MD. Abdur Sattar who is a day laborer and her mother's name is Shahanara Begum who is a housewife. Poly lives with her parents including one brother and one sister. Poly is one of the most beautiful and talented girl at her community. She wanted to complete higher study and get established to help her parents and the poor people from her community. But her dreams twisted when she became a victim of eve teasing by Bacchu Sardar, lives in the neighbor community. Bacchu started to follow her on the way of her college and disturbed her with unpleasant comments and soon after he started to propose her unprincipled things. Poly became frightened with such regular activities and once informed her parent about this. Her parent got scared too, because they did not want to see any harms coming to their daughter's way. So they decided to stop (November, 2016) Poly for sending to her college immediately. The story of Poly's dream could have stopped at this point, but it didn't. In the meantime, Poly become an active member of the girls club and learned about the Government supported legal aid on Eve Teasing. She became aware and intrepid and shared her miserable story to Union Facilitator of Girls' Club. Soon after hearing this, the Union Facilitator went to Poly's home and raises awareness in them and went to a member of Union Parishad, Mujibor Rahman. Mujibor Rahman went to Bacchu's house along with Poly's parents and union facilitator of Her Choice Project and warned Bacchu and his parents that if he do this kind of rotten things again he will be given in the hand of police force and will be punished under the respective law. Then, Union Facilitator told Bacchu's parents about the bad consequences of what their son was doing and the law that is established. They understood and became aware of their son's unhealthy activities and apologized. Now, Bacchu do not disturb Poly anymore and Poly started her study again without fear of eve teasing as well as with new hope new dream!

এক নজরে
'হার চয়েস'

Glimpse of
'Her
Choice'

মেয়ের জন্য শিক্ষাই আমার প্রধান অঙ্গীকার ;
বাল্য বিয়েকে লাল কার্ড
Education for daughter is my main commitment ;
Red card to child marriage

dalitkhulna@gmail.com | www.dalitbd.org